CMYK

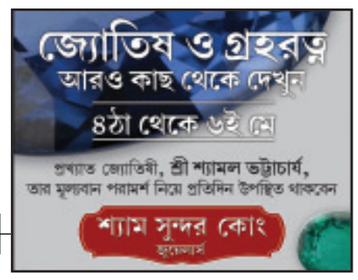

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 May, 2023 ■ আগরতলা ১১ মে, ২০২৩ ইং ■ ২৭ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বুথ ফেরত সমীক্ষায় ত্রিশঙ্কু হচ্ছে কর্ণাটক

ব্যাঙ্গালুরু, ১০ মে।। চার দশকের ধারা মেনেই এ বারও ক্ষমতা পরিবর্তনের সম্ভাবনা কর্নাটকে। বুধবার অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাস, বিধানসভা ভোটে ক্ষমতাসীন বিজেপিকে পিছনে ফেলে সবচেয়ে বড় দল হতে পারে কংগ্রেস। কয়েকটি বুথ ফেরত সমীক্ষায় কংগ্রেসকে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা দেওয়া হলেও অধিকাংশ সমীক্ষাতেই ত্রিশঙ্কু বিধানসভার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তেমন পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়ার দল জেডি (এস)-এর ভূমিকা।

যদিও নির্বাচনে এমন বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল সব সময় যে মেলে, তা নয়। কিন্তু সরাসরি ভোটদাতাদের মত নেওয়ার এই পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকায়, এই ধরনের সমীক্ষাকে অস্বীকার করাও যায় না বলে ভোট পণ্ডিতদের একাংশ মনে করেন। আগামী শনিবার গণনার দিনেই আসল ফল জানা যাবে।

ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে ২২৪ আসনের কর্নাটক বিধানসভায় অন্তত ১২২টি আসনে জিতে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেতে পারে কংগ্রেস। এমনকি, তা বেড়ে পৌঁছতে পারে ১৪০-এ! অন্য দিকে, বিজেপি ৬২-৮০ এবং জেডি(এস) ২০-২৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে জিততে পারে। নির্দল ও অন্যদের ঝুলিতে যেতে পারে ০ থেকে ৩টি আসন। ওই সমীক্ষা অনুযায়ী কংগ্রেস ৪৩, বিজেপি ৩৫ এবং বিজেপি ১৬ শতাংশ ভোট পেতে পারে।

বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় ভোট পর্ব শেষের পরে বিধি মেনে বিভিন্ন বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল প্রকাশিত হতে থাকে। ২২৪ আসনের কর্নাটক বিধানসভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১১৩টি আসন। এবিপি-সি ভোটার সমীক্ষা বলছে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের রাজ্যে তাঁর দলের ঝুলিতে ১০০-১১২ কেন্দ্র যেতে পারে। বিজেপি ৮৩-৯৫, জেডি(এস) ২১-২৯ এবং নির্দল ও অন্যেরা ২-৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে জিততে পারে।

ওই সমীক্ষা বলছে উপকূল কর্নাটক এবং বেঙ্গালুরু এলাকায় বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। অন্য দিকে, পুরনো মাইসুরু এলাকা এবং মধ্য কর্নাটক এবং হায়দরাবাদ কর্নাটক (কল্যাণ) এলাকায় এগিয়ে থাকতে পারে কংগ্রেস। বম্বে কর্নাটক (কিট্টুর) এলাকায় দু'পক্ষের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে এবিপি-সি ভোটার সমীক্ষা। এবিপি-সি ভোটার সমীক্ষার পূর্বাভাস, কংগ্রেস ৪১, বিজেপি ৩৬, জেডি(এস) ১৫ এবং নির্দল ও অন্যেরা ৬ শতাংশ ভোট পেতে পারে।

বুধবার নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিপ্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা।

অমিত শাহর সাথে সাক্ষাৎ প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ মে।। বুধবার নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে সাক্ষাৎ করলেন তিপ্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা। সামাজিক মাধ্যমে প্রদ্যোত জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে তিনি রাজ্যের জনজাতিদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। শ্রী সাহ জনজাতিদের সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে শুনেছেন। প্রদ্যোত আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে শিশুর মৃত্যু বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ মে।। লিচু কুড়াতে গিয়ে পুকুরে পড়ে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু আড়াই বছরের এক শিশুর। মর্মান্তিক এ হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে বুধবার সকালে বিলোনিয়ার উত্তর সোনাইছড়ি এলাকায়। মৃত শিশুর নাম অনুজ দাস । বাবা লিটন দাস পুত্র সন্তানকে হারিয়ে কান্নায় ভেংগে পরে। পুকুর পাড়ে লিচু গাছ বাড়ির লোকজনেরা যখন কাজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনায় নিহত এক, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ মে।। গতকাল গভীর রাতে আগরতলা থেকে ফেরার পথে বিলোনিয়া থানাধীন বড়টিলা এলাকায় একটি মারুতি গাড়ি গাছে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে নিহত হয় গাড়ির সামনের সিটে বসা যাত্রী হারাধন চক্রবর্তী (৪৫)। স্থানীয়দের মতে রাত প্রায় একটা থেকে দেড়টার মধ্যে ঘটে এই দুর্ঘটনা। স্থানীয় এক ব্যক্তি জানায় গভীর রাতে বিকট শব্দ শুনে বেরিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনগণের সমস্যা সমাধানে মিশন মুডে কাজ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ মে।। জনগণের সমস্যাগুলির সমাধানে মিশন মুডে কাজ করতে হবে। সমস্ত বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। আজ গোমতী জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে গোমতী জেলায় বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে জেলাভিত্তিক এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলে মানুষের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও অধিকর্তাদের নিয়ে মাসে অন্তত একটি জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা বৈঠক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ২, সুস্থ হলেন ১৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সুস্থতায় বড়সড় বৃদ্ধি দেখা গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন। অন্যদিকে, দুজন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। অবশ্য, নমুনা পরীক্ষা অনেকটা কম হওয়ায় আক্রান্তের খোঁজও কম মিলেছে। দৈনিক সংক্রমণের হার ০.৮২ শতাংশ। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৫।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২৪৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ০.৮২ শতাংশ। এদিকে, ১৪ জন সুস্থও হয়েছেন। ফলে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রসবের পূর্বে গর্ভবতী মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। সন্তান প্রসবের কয়েক ঘন্টা পূর্বে এক গর্ভবতী মায়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।খোয়াই পূর্বগণকী জামটিলা এলাকায় ওই মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার বাপের বাড়ির সদস্যদের অভিযোগ, খুন করে দেহ গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

মৃতার বাপের বাড়ির জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, খোয়াই থানাধীন পূর্ব গনকী গ্রামের জামটিলা এলাকার বাসিন্দা সুমিতা দেববর্মা(৩৩) দশ মাসের গর্ভবতী ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম সুমন্ত দেববর্মা। তিনি পেশায় চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩'র শিক্ষক ছিলেন।

খোয়াইয়ে চাঞ্চল্য

হাসপাতাল থেকে আজকে সন্তান প্রসবের তারিখ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার বিকাল থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের সদস্যরা রাতে অনেক খোজাঁখুজি করলেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কিন্তু বুধবার সকালে শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছুটা দূরের জঙ্গলে গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে খোয়াই মহিলা থানার ওসি মিনা দেববর্মা সহ অন্যান্য মহিলা অফিসাররা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। পুলিশ গাছ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

এদিকে পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় খোয়াইয়ে চাঞ্চল্য।

পাচারকালে বাজেয়াপ্ত কাঠের লগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে পাচারকালে বেআইনী কাঠের লগ বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন কৈলাসহর বনদফতরের কর্মীরা। কিন্তু গাড়ির মালিক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। গাড়ি সহ কাঠের লগের আনুমানিক বাজার মূল্য আড়াই লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন বনকর্মী জগদীশ মালাকার।

তিনি জানিয়েছেন, বুধবার সকাল আনুমানিক ৬টা নাগাদ গোয়েন্দা সূত্রে খবর আসে গাড়িতে করে প্রচুর পরিমানে বেআইনি কাঠের লগ পাচার হচ্ছে। সেই মোতাবেক বন কর্মীরা কৈলাসহর যাওয়ার পথে ধাওয়া করে ছাগলডিমা এলাকায় গাড়িটিকে আটক করেছেন। কিন্তু গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, গাড়ি সহ কাঠের লগের আনুমানিক বাজার মূল্য আড়াই লক্ষাধিক টাকা হবে।

স্বাস্থ্য কর্মীদের গাফিলতিতে আইজিএম হাসপাতালে চার মাসের শিশুকে ভুল টিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। টিকার দুইটি ইঞ্জেকশন দিতে এবং দুইটি টিকা মুখে খাওয়ানোর জন্য চারমাসের শিশুকে আইজিএম হাসপাতালে এনেছিলেন উদয়পুরের বাসিন্দা পূজা শীল। কিন্তু, হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীর গাফিলতিতে ওই শিশুকে টিকার দুইটি ইঞ্জেকশনের বদলে চারটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই ওই শিশুর মা হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীর কাছে গাফিলতির কারণ জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাথে ওই স্বাস্থ্যকর্মী দুর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শিশুর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বুধবার উদয়পুর থেকে পূজা শীল তাঁর শিশু পুত্রকে নিয়ে আইজিএম হাসপাতালে টিকা দিতে আসেন। তখন হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক এমপিডাব্লিউ কর্মীকে দুটি টিকার ইঞ্জেকশন দিতে এবং দুটি টিকা মুখে খাওয়ানোর জন্য লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু এমপিডাব্লিউ কর্মী টিকাকরণ কার্ডটি না দেখে শিশুর দুই হাতে ও পায়ে টিকার চারটি ইঞ্জেকশন দিয়েছেন বলে অভিযোগ পরিবারের। শুধু তাই নয়, এধরনের গাফিলতি কেন হল শিশুর পরিবার জানতে চাওয়ায় তাঁদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন ওই স্বাস্থ্যকর্মী।

এবিষয়ে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, শিশুটির একটি টিকার ইঞ্জেকশন এবং দুইটি দুইটি টিকা মুখে খাওয়ানো বাকি ছিল। এছাড়া জন্মের সময় একটি টিকা তার নেওয়া হয়নি। ওই টিকা আজকে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীর গাফিলতির কারণে শিশুটিকে চারটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। তবে, এখনো পর্যন্ত শিশুর শরীরে কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। বর্তমানে শিশুটি পর্যবেক্ষনে রয়েছে বলে জানান ওই চিকিৎসক।

ত্রিপুরা, অসম সহ উত্তরপূর্বে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা জারি হয়েছে। আগামী ১৩ মে ভারী এবং ১৪ মে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের জেরে ত্রিপুরার ৮ জেলায় আজ সতর্কতা জারি হয়েছে। সমস্ত জেলাশাসককে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব ধরনের ব্যবস্থা রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের বুকে তৈরি হতে চলেছে ঘূর্ণিঝড়। ফলে, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, অন্ধ্রপ্রদেশ, আন্দামান-নিকোবর, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ত্রিপুরা, অসম, পূর্ব অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ডকে সতর্ক থাকার জন্য আবহাওয়া দফতর

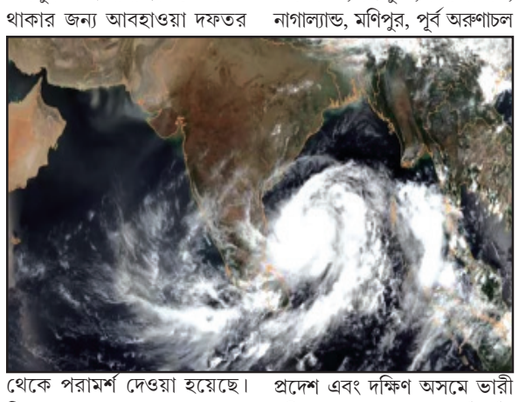

থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নিম্নচাপের জেরে আন্দামান-নিকোবর, ত্রিপুরা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, পূর্ব অরুণাচল প্রদেশ এবং দক্ষিণ অসমে ভারী বৃষ্টিপাত হবে বলেও সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে।

জাতীয় বুলেটিনে জানা গেছে, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১১ এবং ১২ মে ভারী বৃষ্টিপাত হবে। তেমনি, ত্রিপুরা এবং মিজোরামে ১৩ মে ভারী এবং ১৪ মে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে। নাগাল্যান্ড, মণিপুর, পূর্ব অরুণাচল প্রদেশ এবং দক্ষিণ অসমে ১৪ মে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

তাই আজ ত্রিপুরার রাজস্ব দফতরের বিশেষ সচিব একে ভট্টাচার্য আট জেলার জেলাশাসককে সমস্ত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবক, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, টিএসআর, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। ত্রিপুরায় জঙ্গলে এক যুবকের পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। কুমারঘাট ৯১ মাইল এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় মানুষ কুমারঘাট থানায় খবর দিয়েছেন।পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, অতিরিক্ত নেশা সেবনের ফলে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। কারণ, মৃতদেহের পাশ থেকে সিরিঞ্জ সহ ড্রাগসের কৌটা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, এখনো পর্যন্ত মৃত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ফটিকরায় হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কমল দের্ববমা জানিয়েছেন, বুধবার সকাল আনুমানিক ১০টা নাগাদ স্থানীয় মানুষ কুমারঘাট উত্তর পাবিয়াছড়ায় অসম-আগরতলা জাতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংশোধনী

বুধবার জাগরণ এর প্রথম পাতায় 'রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও ৯ জন, সক্রিয় রোগী ৩৪' শিরোনামটিতে সক্রিয় রোগী ৫৭ পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

গাছ পড়ে চাম্পাহাওয়রে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১০ মে।। বুধবার নিজের নুতন রাবার বাগান করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। ঘটনাটি কল্যাণপুর থানার আওতাধীন হলেও চাম্পাহাওর থানার কিনারা ঘেঁষা এলাকা বলে কল্যাণপুর থানার পুলিশ জানায়। মৃত ব্যক্তির নাম নিরোদ দেববর্মা(৪১)।

কল্যাণপুর থানার পুলিশ জানায় শান্তিনগর পঞ্চায়েত এর হাজারীপাড়া বাজার সংলগ্ন বটছড়ায় নুতন রাবার বাগান তৈরীর জন্য গাছ কাটছিলেন ওই ব্যক্তি। হটাৎই অসাবধানতা বশত একটি বড় গাছ পরে তার উপর। এতে মারাত্মক আঘাত পায় ওই ব্যক্তি। অন্যান্য শ্রমিকরা কল্যাণপুর থানায় খবর দিলে ছুটে যান অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর রোশন মারাক। কিন্তু তিনি দুপুরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে কাওকেই পাননি। প্রতিবেদককে তিনি জানান এলাকাটি চাম্পাহাওর সীমান্তে হওয়ায় এবং ওই ব্যক্তির বাড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্মাণ কাজের সামগ্রী রাস্তায়, বাড়ছে যানজট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতল,১০ মে।। শহর আগরতলা স্মার্ট বানাতে ব্যস্ত পুর নিগম। প্রতিদিন ঘটা করে বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য পরিদর্শনে যাচ্ছেন নিগমের মেয়র ডেপুটি মেয়র পুরো কমিশনার ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকার সঙ্গে রয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলররা। পরিদর্শনের পর সংবাদ মাধ্যমের কাছে একগুচ্ছ কর্মসূচির কথা স্ববিস্তারে বর্ণনা করছেন নিগম কর্তা সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। আদতে কাজের কাজ কতটা হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন জনগণ।

কারণ সম্প্রতি পৌরসভার চার মাসের বাজেট পেশ করার পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেছিলে নিগমের বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনার কথা। তার মধ্যে ছিল বাড়ি ঘর তৈরির জন্য অবৈধভাবে নির্মাণ সামগ্রী রাস্তায় ফেলে রাখা নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিবে নিগম। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় নিগম কর্তার কথার সঙ্গে কাজের অনেকটাই ফারাক রয়ে গেছে। কারণ শহর এবং শহরতলী আশপাশ এলাকায় নতুন নতুন বাড়ি ঘর তৈরি হচ্ছে। অথচ সেই সব বাড়ি ঘরের নির্মাণ সামগ্রী রাস্তায় ফেলে রেখে অযথা যানজটের পাশাপাশি দুর্ঘটনাও বাড়াচ্ছে। নগরবাসীর অভিযোগ বিষয়গুলি পুরো নিগমের চোখে পড়লেও ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করছে। এই বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না স্থানীয় পুর কাউন্সিলররা। শুধু তাই নয় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে এ বিষয়ে জানানো হলেও তা নিয়ে ততটা মাথা ঘামাচ্ছেন না স্থানীয় কাউন্সিলর।

এখন তারা ব্যস্ত বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কাজ নিয়ে। এছাড়া প্রচারের আলোকে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এলাকা পরিদর্শন নিয়েও, এমনও অভিযোগ এলাকাবাসীর। তাদের আরো অভিযোগ প্রচারের আলোকে আসার জন্য স্থানীয় কাউন্সিলরা এখন প্রতিযোগিতার নেমে পড়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মাসখানেক আগে নতুন করে ইন্দ্রনগর কাটাখাল বাঁধের রাস্তাটি সুন্দরভাবে প্রশস্ত করে পিচ ঢালাই করা হয়েছে। এর মধ্যেই কিছু কিছু জায়গা বেশ বড় বড় কয়েকটি গর্ত। কে বা কারা গর্ত করেছে তা বলা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে এই গর্তগুলি গোটা রাস্তার গরিমাকে নষ্ট করে দেবে। কারণ এখনই গর্তের ভিতর থেকে লালমাটি সুকরি বেরিয়ে পড়েছে। বৃষ্টি হলে এর অবস্থা কি দাঁড়াবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লাল বাহাদুর চৌহমুনি থেকে শুরু করে ধলেশ্বর পোস্ট অফিস পর্যন্ত পিচের রাস্তা গুলি কাটা। নগরবাসী বলাবলি করছে নতুন করে এই কাজ করার জন্যই হয়তো এইভাবে রাস্তা কেটে রেখেছে। যাতে করে নতুন ভাবে রাস্তা সংস্কারের জন্য আবার টেন্ডার ডাকা হয়।

তাতে করে ঠিকাদারদের পোয়া বারো। যতবার রাস্তা সংস্কার হবে নিগম কর্তৃপক্ষ ফলাও করে বলতে পারবে স্মার্ট সিটির কাজ হচ্ছে। তবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ২০৭ ◘ ১১ মে ২০২৩ ইং ◘ ২৭ বৈশাখ ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

পাকিস্তানে অস্থিরতা ভারতের জন্যও বিপজ্জনক

ভারত সর্বদাই শান্তি সম্প্রীতি ও উন্নয়নে বিশ্বাসী। আর শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হইলো প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা। কেননা প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিলে নিজের ঘরে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। সেই নীতিতে বিশ্বাসী ভারত প্রতিটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। দেশের প্রধানমন্ত্রী সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই প্রতিটি দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখিবার নীতি বজায় রাখিয়াছেন। যদিও পার্শবর্তী রাষ্ট্র চীন এবং পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে বরাবরই বিভিন্ন ইস্যুতে অশান্তির পরিবেশ কায়েম পরিবার প্রয়াস জারি রাখিয়াছে। তদুপরি প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত ওই দুটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি সম্প্রীতির স্বপক্ষেই সর্বদা মতামত ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের যেভাবে আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও অশান্তির পরিবেশ কায়েম হয়েছে তাহা খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। ভারত বিশ্বাস করে প্রতিবেশীর রাষ্ট্রের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকলে ভারতবাসী ও শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশে বসবাস করিতে পারিবে। পাকিস্তানে বর্তমানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দেশ ও দেশবাসীকে রীতিমতো ভাবাইয়া তুলিয়াছে। এই উদ্বেগ ও উৎকন্টার অবসান হইবে যদি পাকিস্তানে শান্তি পরিবেশ ফিরিয়া আসে। অতি সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গ্রেপ্তারিতে উত্তাল পাকিস্তান। দেশটিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে হিংসা। এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারাইয়াছেন বেশ কয়েকজন। ঘটনার রেশ সীমান্ত পার হইয়া কাশ্মীর উপত্যকায় আছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কায় পরিস্থিতির উপর নজর রাখিতেছে ভারত। এবার তাহা নিয়াই উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ন্যাশনাল কনফারেন্সের বর্ষীয়ান নেতা ফারুক আবদুল্লা বলেন, "অস্থির পাকিস্তান ভারতের জন্য বিপজ্জনক। ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হইয়াছিল দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে। ফাঁসি কাঠে ঝুলিতে হয় জুলফিকার আলি ভুট্টোকে। তাঁহার মেয়ে বেনজির ভুট্টোকেও হত্যা করা হয়। সবমিলাইয়া দেশটির ইতিহাসে এহেন ঘটনার অভাব নাই।"

ফারুক আরও বলেন, "ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি বজায় রাখিতে স্থিতিশীল পাকিস্তান জরুরি। আর্থনৈতির বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশটির বর্তনাম পরিস্থিতি খুব ভাল নয়। পাকিস্তানের পরিস্থিতে হাই অ্যালার্টে রহিয়াছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সেনাদলকে যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তৈরি থাকিতে বলা হইয়াছে। বিশ্লেষকদের মতে, পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিলে বা মৌলবাদী শক্তি ক্ষমতায় আসিলে কাশ্মীর উপত্যকায় জেহাদি গতিবিধি আরও বাড়িতে পারে। স্বাভাবিক কারণেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত ও ভারতবাসী মোটেই শান্তিতে নাই বলিলেই চলে। পাকিস্তানের অশান্ত পরিবেশ অনতিবিলম্বে শান্ত হইয়া উঠুক সেটাই সু প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের প্রত্যাশা।

নেতিবাচক মানুষের দূরদর্শিতা নেই, তাঁরা রাজনৈতিক স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে দেখতেও পারে না : প্রধানমন্ত্রী

নাথদ্বারা, ১০ মে (হি.স.): নেতিবাচক মানুষের কোনও দূরদর্শিতা নেই, তাঁরা রাজনৈতিক স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে দেখতেও পারে না। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার রাজস্থানের নাথদ্বারায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, রাজস্থানও দূরদর্শিতার সঙ্গে পরিকাঠামো নির্মাণ না করার ধাক্কা বহন করেছে। যোগাযোগের অভাবে এই মরুভূমিতে যাতায়াত করা কতটা কষ্টকর ছিল তা আপনারা ভালো করেই জানেন। এই কারণে এখানে কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই কঠিন ছিল।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, গ্রামগুলিতে রাস্তা তৈরির পাশাপাশি, ভারত সরকার শহরগুলিকে আধুনিক মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করতেও নিযুক্ত রয়েছে। ২০১৪ সালের আগে দেশে যে গতিতে জাতীয় সড়ক নির্মাণ হচ্ছিল, এখন তা দ্বিগুণ গতিতে কাজ হচ্ছে। মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, উল্লেখযোগ্যভাবে ২০১৪ সাল থেকে রাজস্থানের রেলওয়ে বাজেট ১৪ গুণ বেড়েছে। গত ৯ বছরে, রাজস্থানের প্রায় ৭৫ শতাংশ রেল নেটওয়ার্ক বিদ্যুতায়িত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পকে শক্তিশালী করা হচ্ছে।

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের শ্রমিকের

মুর্শিদাবাদ, ১০ মে (হি. স.) : ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের শ্রমিকের। ট্রেনের দরজার কাছে বসেছিলেন যুবক। অত্যাধিক ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঝাড়গ্রাম ও চাকুলিয়া স্টেশনের মাঝে ঘটনাটি ঘটেছে। খবর আসতেই শোকের ছায়া মুর্শিদাবাদের গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত ওই শ্রমিকের নাম বাদশা শেখ (২৬)। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অরঙ্গাবাদ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সেলিমপুর গ্রামে। ওড়িশার সম্বলপুরে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন তিনি। ইদের ছুটিতে বাড়ি ফিরেছিলেন। মুর্শিদাবাদে বাদশার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও এক সন্তান রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে উৎসব কাটিয়ে কাজে ফিরছিলেন তিনি। কিন্তু কাজের জায়গায় আর ফেরা হল না তাঁরা।

মঙ্গলবার গ্রামের আরও ৫ জন যুবকের সঙ্গে বাদশা নিমতিতা থেকে রওনা দিয়েছিলেন। হাওড়ায় পৌঁছে সেখান থেকে সম্বলপুর এক্সপ্রেসে চাপেন। টারা অভাবে সংরক্ষিত কামরার টিকিট কাটতে পারেননি তিনি। অসংরক্ষিত বা জেনারেল বগিতেই চেপেছিলেন। অত্যাধিক ভিড় থাকায় দরজার পাশে বসেছিলেন। ঝাড়গ্রাম ও চাকুলিয়া স্টেশনের মাঝে ভিড়ের চাপে অসাবধানতাবশন ট্রেন লাইনে পাশে পড়ে যান তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁরা। ক্রক্র

মৃত্যু সংবাদ বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নার রোল পরিবারে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বুধবার সকালে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সুতির গ্রামে।

এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে পালাল পকসো মামলায় বিচারাধীন বন্দি

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.) : এসএসকেএম হাসপাতালের কার্জন ওয়ার্ড থেকে পালাল পকসো মামলায় বিচারাধীন বন্দি।

পাথরপ্রতিমা থানার মামলায় বারুইপুর জেলে বন্দি ছিলেন সূর্যকান্ত মণ্ডল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁকে এসএসকেএম-এ ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আজ ভোরে কার্জন ওয়ার্ড পালান বছর ৪৭-এর ওই বন্দি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে ওই বন্দির ছবি এবং বিস্তারিত তথ্য রাজ্যের সমস্ত থানাকে পাঠানো হয়েছে। হাসপাতাল ও আশেপাশের এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গঙ্গার জল কি সত্যিই কমছে ?

পুলক মিত্র

কয়েক বছর আগের ঘটনা। সারি সারি পাহাড়, সমুদ্র, পেঙ্গুইন আর সূর্যের অকৃপণ অঅলো। দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর শহর হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন বিশ্বের প্রথম জলশূন্য নগরীর তকমা পেয়েছিল। টানা বছর ধরে সামান্য বৃষ্টির কারণেই নাকি কেপটাউনের এই পরিণতি হয়েছিল। এরপর আমরা জলের হাহাকার দেখেছি চেন্নাইয়ে। টিউবওয়েল, কুয়ো সবই জল শূন্য হয়ে গিয়েছিলে। তখন চেন্নাইয়ের 'রেন সেন্ট্রার' জানিয়েছিল, নগরায়নের নামে একের পর এক জলাভূমি বুজিয়ে ফেলাতেই চেন্নাইয়ে এই জলসঙ্কট। জলসঙ্কটের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে বিশ্বের ৪০০টি শহরকে চালিকাভুক্ত করেছিল ডব্লুডব্লএফ গ্লোবল স্টিউয়ার্ডিশিপ। সেই তালিকার শীর্ষে ছিল চেন্নাইয়ের নাম। আর দুই নম্বরে ছিল কলকাতা। এই তালিকায় মুম্বাই ১১ এবং দিল্লি ছিল ১৫ নম্বরে। এতকাল বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল, কলকাতার পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাওয়ায় এই শহর জলসঙ্কট থেকে কিছুটা রেহাই পেতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের সংগঠন 'ওয়ার্ল্ড মেটেরিওলজিক্যাল অর্গানাইজেশন' বা ডব্লিউএমও সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তাতে চিন্তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এই প্রথম এ ধরনের একটি সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করল। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত দুই দশকে গঙ্গায় জলের পরিমাণ কমেছে। শুধু নদীই নয়, গঙ্গার আশেপাশের অববাহিকা-অঞ্চলেও ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

ডব্লিউএমও-র 'স্টেট অফ গ্লোবাল ওয়াটার রিসোর্স ২০২১' শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২১ ' শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০২ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে গঙ্গার জল ব্যাপক হারে কমেছে। কমে গিয়েছে গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলও। ডব্লিউএম-র রিপোর্ট অনুয়ায়ী, জলবায়ু পরবির্তন পৃথিবীর উপরিভাগের ব্যবহারযোগ্য জলের উৎসগুলিকে প্রভাবিত করছে। উষ্ণায়নের জেরে হিমবাহের বরফ গলে নদতে জলের পরিমাণ বাড়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে তা কমতে শুরু করেছে। সিন্ধু এবং গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলগুলিতে হিমবাহ গলনের প্রভাব এখনই টের পাওয়া যাচ্ছে। হিমবাহের বরফ ক্রমাগত কমতে থাকায় আগামী দিনে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে উত্তরাখণ্ডের মতো এলাকা। ইতিমধ্যে তা শুরু ও হয়ে গিয়েছে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে চাষবাস এবং জীবনযাপনের প্রয়োজনে অত্যধিক পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়া যাচ্ছে, যার ফলে সেখানে জলের পরিমাণ দ্রুত কমছে। শুধু গঙ্গা নয়, পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়ার সাও ফ্লান্সিশকো নদীর অববাহিকা, সিন্ধু নদের অববাহিকা এবং দক্ষিণ -পশ্চিম আমেরিকার নদী অববাহিকা অঞ্চলেও। তবে নাইজার দনী অবহাহিকা এবং উত্তর আমাজন নদী অববাহিকায় এর বিপরীত ছবিও লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ বেড়েছে। আফ্রিকার কেন্দ্রীয় অঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশ বিশেষত আমাজন অবাহিকা এবং চিনের উত্তরাশে সঞ্চিত জলের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেশি। রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর ভারত প্যাটাগোনিয়া, উত্তর আফ্রিকা, মাদাগাস্কার মধ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগ এবং পাকিস্তানে সঞ্চিত জলের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কম। আবার কোনও কোনও এলাকায় স্বাভাবিকের তুলনায় তা অনেকটাই কম। রিরোর্টে দাবি করা হয়েছে, লা নিনা এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে গত বছর বিশ্বের অনেক জায়গাতেই স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। লা নিনা, হল, নিরক্ষায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিভাগের তাপমাত্রা হ্রাস। এর ফলে বৃষ্টিপাতে হেরফের ঘটে। কোথাও কম বৃষ্টি আবার কোথাও অতি বৃষ্টি বেশি হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ সালে গোটা বিশ্বে চারশোরও বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছে। মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২৫ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি। আর প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ১০ হাজার মানুষ। বিশ্বের ১০ কোটি জনবসতি এর ফলে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। মাটিতে কত পরিমাণ জল সঞ্চিত রয়েছে, মূলত তার উপর ভিত্তি করেই এই রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, ভূগর্ভস্থ জল, মাটির আর্দ্রতার পরিমাণ, বরফ, গাছপালায় সঞ্চিত জল, নদী ও হ্রদের জলের পরিমাণ। গত বছর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এক ডিগ্রিরও বেশি বেড়েছে। লা নিনার বিপরীত হল এল নিনো। এর ফলে নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরের উপরের অংশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। পরিণতি হিসেবি, স্বাভাবিকের চেয়ে বৃষ্টিপাত কম হয়। বন্যা এবং খরা বেশি হয়। ভারতে বিভিন্ন সময়ে যে খরা দেখা দেয়, তার জন্য দায়ী হল, এই এল নিনো। ফিরে আসি কলকাতার কথায়। পরিবেশবিদ, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং নগর পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেভাবে দ্রুত নগরায়ন, ভূগর্ভের জলের যথেচ্ছ ব্যবহার, জলাভূমি ভরাট, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং নির্বিচারে সবুজ ধ্বংস চলছে, তাতে সেদিন হয়ত আর বেশি দূরে নেই যখন তীব্র জলসঙ্কটে জেরবার হবে এই মহানগরী। বিশেষজ্ঞদের মতে, গত ১০ বছর কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশের জলস্তর ১৫ থেকে ১৭ ফুট পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। এই ধারা বজায় থাকলে আগামী ১০ বছরে জলস্তর আরও ১৫ ফুট পর্যন্ত নেমে যাওয়ার আশঙ্কা রযেছে।

আগামী দিনগুলিতে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, তা হয়তো এই মুহূর্তে বলা কঠিন। তবে বিশেষজ্ঞরা প্রতিনিয়ত সতর্কবার্তা শুনিয়ে চলেছেন। জলের অপচয় বন্ধের দিকে নজর দিতে বলছেন তাঁরা। কিন্তু আমরা কি আদৌ সচেতন হচ্ছি? না জলের অপরচয় নিয়ে যতটা সচেতন হওয়া প্রয়োজন, ততটা বোধহয় দেখা যাচ্ছে না। আর সেটাই বড় চিন্তার বড় কারণ হয়ে উঠেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> **মাটিতে কত পরিমাণ জল সঞ্চিত রয়েছে, মূলত তার উপর ভিত্তি করেই এই রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, ভূগর্ভস্থ জল, মাটির আর্দ্রতার পরিমাণ, বরফ, গাছপালায় সঞ্চিত জল নদী ও হ্রদের জলের পরিমাণ। গত বছর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এক ডিগ্রিও বেশি বেড়েছে।**

শতবর্ষ ধরে চলা বিজ্ঞান গবেষণা

আবসার খান

দলের প্রধান ড. টেলেভিস্ক স্থপতিদের নীলনকশার মতো দেখতে একটা মানচিত্রের কপি মেলে ধরলেন। সেটা ঘিরে দাঁড়ালেন সবাই। এই মানচিত্রই তাঁদের পৌঁছে দেবে মাটিতে পুঁতে রাখা বালু ও অনেক পুরোনো কিছু বীজভর্তি একটা বোতলের কাছে, একজন উদ্ভিদবিদের কাছে যা রীতিমতো গুপ্তধন।

বৃহস্পতিবারের এক শীতল সকাল। সূর্য উঠতে এখনো কয়েক ঘণ্টা বাকি। মার্জরি ওয়েবার এবং আরও তিনজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে জড়ো হয়েছেন। পায়ের নিচে বিক্ষিপ্ত তুষার; তাঁরা দুহাতের মধ্যে ফুঁ দিয়ে শীত তাড়াতে ব্যস্ত। এরই মধ্যে দলের পঞ্চম সদস্য ফ্র্যাঙ্ক টেলেভিস্ক, ড ওয়েবারের ভাষ্যমতে, বেলচা কাঁধে অন্ধকারের মধ্য থেকে উদয় হলেন। দলের প্রধান ড.টেলেভিস্ক স্থপতিদের নীলনকশার মতো দেখতে একটা মানচিত্রের কপি মেলে ধরলেন। সেটা ঘিরে দাঁড়ালেন সবাই। এই মানচিত্রই তাঁদের পৌঁছে দেবে মাটিতে পুঁতে রাখা বালু ও অনেক পুরোনো কিছু বীজভর্তি একটা বোতলের কাছে, একজন উদ্ভিদবিদের কাছে যা রীতিমতো গুপ্তধন।

ড. ওয়েবার ও তাঁর সহকর্মীরা বিল বীজের কার্যকারিতা পরীক্ষার সর্বশেষ অভিভাবক। এই শতক পার করা পরীক্ষার উদ্দেশ্য এটা জানা যে বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার আগে কত দিন সুপ্তাবস্থায় থাকতে পারে। প্রতি ২০ বছর পরপর এই গবেষণার অভিভাবকেরা সবার অগোচরে রাতের অন্ধকারে এক গোপন জায়গায় জড়ো হন, মাটি খুঁড়ে একটা বোতল বের করেন, এর বীজগুলো একটা ট্রেতে রাখা অনুর্বর মাটির ওপর ছড়িয়ে দেন এবং দেখেন কোনগুলো বেড়ে উঠল।

এটা বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘকাল ধরে চলা গবেষণা; ইতিমধ্যেই যার ১৪২ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর এই উদ্ভিদবিদেরা আশা করছেন যে এটা অন্তত আরও ৮০ বছর চালানো যাবে। বীজের টিকে থাকার ক্ষমতা পরিমাপের একটা সোজাসাপ্টা প্রয়াস হিসেবে যা শুরু হয়েছিল, তা দশকের পর দশক পেরিয়ে পরিণত হয়েছে এক আকর্ষণীয় গবেষণায়। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও জ্ঞানের বিকাশের ফলে বিজ্ঞানীদের কাজ এখন আর শুধু প্রতিটি বোতলের কয়টি বীজ সফলভাবে অঙ্কুরিত হতো, সেটা গোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখন তাঁরা বীজের ভেতর কী ঘটছে, সেটা যেমন দেখতে পারেন, তেমনি এসবের দীর্ঘায়ুর কারণও জানতে শুরু করেছেন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি পুনরুদ্ধার করতেও সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। এই কাজ থেকে যা শিখতে পারছেন, তা তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার থেকে শুরু করে দীর্ঘকাল ধরে শস্যবীজ সংরক্ষণ করার মতো নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন। কিন্তু সবার আগে, তাঁদের খননের জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে।

ড.বাস্কিন বলেন, 'আমি মনে করি, প্রফেসর বিল একটি অত্যন্ত উঁচু মানের গবেষণা করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি যদি আরও কিছু বোতল মাটিতে পুঁতে যেতেন!'

এক দীর্ঘ প্রয়াস উদ্ভিদবিদ দলটি যে বোতল খুঁজছে, তাতে এক হাজারের বেশি বীজ আছে, ২১টি প্রজাতির ৫০টি করে। ১৮৭৯ সালে উইলিয়াম জেমস বিল, মিশিগান স্টেটের একজন উদ্ভিদবিদ, এ রকম বিশটি বোতল ভর্তি করে ক্যাম্পাসের কোনো এক জায়গায় এক সারিতে মাটিতে পুঁতে রাখেন। তিনি চিন্তা করেছিলেন যে তিনি এবং পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরিরা পাঁচ বছর পরপর একটা করে বোতল খুঁড়ে বের করবেন এবং ভেতরে সংরক্ষিত বীজগুলো রোপণ করে দেখবেন।

যখন গাছ থেকে বীজ ঝরে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সেসব থেকে নতুন চারা গজায় না। যেকোনো জমির নিচেই এমন কিছু বীজ পাওয়া যায়, যারা সুপ্তাবস্থায় থাকে, আর ড. ওয়েবারের মতে, নিজেদের সময়ের জন্য অপেক্ষা করে। কখনো এরা এক ঋতু, কয়েক বছর বা এর বেশি সময়ের জন্য সুপ্ত থাকে, যতক্ষণ না পরিস্ফুটিত হওয়ার জন্য সঠিক পরিবেশ পায়।

এ রকম উদ্ভিদ সংরক্ষণকে বলা হয় বীজ ব্যাংক। ড. বল পরীক্ষামূলক এটি প্রস্তুত করে আশা করেছিলেন যে মাটিতে কত দিন উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারে এবং এদের বৃদ্ধিতে উদ্দীপক হিসেবে কী কী কাজ করে, তা জানতে পারবেন। স্থানীয় কৃষকদের সাহায্য করাই সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কৃষকেরা আগাছার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ ছিলেন এবং অপেক্ষা করতেন, কখন তাঁদের জমির নিচে আগাছার এই বীজ ব্যাংক কিছুটা হ্রাস পাবে এবং তাঁদের খাটনির পরিমাণ কমবে। ড. টেলেভিস্ক বলেন।

গবেষণার প্রথম কয়েক দফায় অনেক প্রজাতির বীজ প্রস্ফুটিত হয়ে ১০, ১৫ বা ২০ বছর পরই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এভাবে অধিকাংশ প্রজাতিই বাদ পড়ে গেল। কেবল একটি শেষ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য হয়ে রইল একটি চওড়া পাতা ও হলুদ ফুলযুক্ত বীরুৎ—জাতীয় উদ্ভিদ। ২০০০ সালের বোতলটিতে যেসব বীজ ছিল, তার প্রায় অর্ধেকই অঙ্কুরিত হয়, যদিও সেসব ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে মাটির নিচে ছিল। এখন কৃষকদের আসলে আগাছা নিয়ে সে ধরনের সাহায্যের আর প্রয়োজন হয় না, যে জন্য ড. বিল এসব বোতলে বীজ ভরে মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিলেন। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা এখনো কোন বীজগুলো বেশি সময় টিকে থাকে এবং কেন, সেই উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত, তবে সেটা অন্য কারণে।

লার্স ব্রডভিগ মিশিগান স্টেটের একজন সহকারী অধ্যাপক এবং বিল বীজ গবেষণার আরেক সদস্য। তিনি বলেন, বিভিন্ন অঞ্চলের মাটির নিচে কী কী বীজ ব্যাংক রয়েছে, সেটা এখনো পুনরুদ্ধার করা বাস্তুবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অজানা বিষয়; কেননা বিশেষজ্ঞরা বাইরের প্রজাতিগুলো বাদ দিয়ে স্থানীয় প্রজাতির অধিক বিস্তার ঘটাতে চান। বিপন্ন ও বহু আগে হারিয়ে যাওয়া প্রজাতির বীজ কখনো কখনো মাটির নিচে চাপা পড়া অবস্থায় পাওয়া যায়। অন্যান্য গবেষকেরা, যাঁরা বীজের আয়ুষ্কাল ও অঙ্কুরোদ্গম নিয়ে কাজ করছেন, তাঁরা সাধারণত জলবায়ুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজ সংরক্ষণ করেন অথবা খুঁজে পাওয়া অতি পুরোনো বীজ নিয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু ড. বিলের পরীক্ষাটি সবচেয়ে লম্বা সময় ধরে চলা এমন এক গবেষণা, যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও যত্নশীল উপাত্ত সংগ্রহের সম্মিলন ঘটেছে। কেন্টাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ ও মৃত্তিকাবিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্যারল বাস্কিন এ মন্তব্য করেন। তাঁর কাজে তিনি এই পরীক্ষার ফল ব্যবহার করেছেন।

ড. বাস্কিন বলেন, 'আমি মনে করি, প্রফেসর বিল একটি অত্যন্ত উঁচু মানের গবেষণা করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি যদি আরও কিছু বোতল মাটিতে পুঁতে যেতেন!'

বাঁয়ের বোতলটির মতো এরকম আরও ১৯টি বোতল পুঁতে রাখেন অধ্যাপক বিল ড. টেলেভিস্ক বলেন, 'যদি ভাগ্য সহায় হয়, পরেরবার আমার বয়স হবে ৮৫। আশা রাখি, নতুন সহকর্মীদের নিয়ে দলটি আরেকটি বোতল খুঁড়ে বের করছে, সেটা আমি স্বচক্ষে দেখতে পারব।' বীজের 'রক্ষকেরা' এদিকে বিলের গবেষণার সদস্যরা বেলচা, গ্লাভস, হেডল্যাম্প নিয়ে মানচিত্র ধরে এগিয়ে খননের জায়গায় এসে পৌঁছালেন। ড. টেলেভিস্ক গর্ত খুঁড়তে লাগলেন, কিন্তু কোনো বোতল পাওয়া গেল না। 'পাখির ডাক শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমরা কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ছিলাম।' ড. ওয়েবার বলেন। কারণ, দিনের আলো ফুটে গেলে তাঁরা আর সবার অগোচরে কাজটি করতে পারবেন না। টেলেভিস্ক বলেন, বিল কিন্তু নাটকীয়তার জন্য প্রতিটা বোতল রাতের অন্ধকারের বের করতেন না। করতেন মূলত বীজগুলো সূর্যালোক থেকে রক্ষার জন্য, তা না হলে এগুলো সময়ের আগেই অঙ্কুরিত হয়ে যেতে পারে। একই কারণে টেলেভিস্করা এখন সবুজ হেডল্যাম্প ব্যবহার করেন।

বিল যখন প্রথম বীজসহ বোতলগুলো পুঁতে রেখেছিলেন, তখন পরিকল্পনা করেছিলেন, পাঁচ বছর পরপর একটা করে মাটি থেকে তুলবেন, যাতে এটা এক শতক ধরে চলতে পারে। কিন্তু পরে গবেষণার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরা এ সময়ের ব্যবধান দশ এবং পরে বিশ বছর ঠিক করেন। এর মধ্যে দুবার তাঁদের বোতল তুলতে কিছুটা দেরি হয়। ১৯১৯ সালেরটা তাঁরা তোলেন ১৯২০ সালে। টেলেভিস্কের ধারণা, ১৯১৮ সালের স্প্যানিশ ফ্লুর কারণে, আর কোভিড-১৯---এর জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় ২০২০ সালেরটি ২০২১ সালে এসে তুলতে হচ্ছে তাঁদের। গবেষণার ধারাবাহিকতায় যেন কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য মিশিগান স্টেটে দায়িত্বের হাতবদলের এক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। প্রতি প্রজন্মের উদ্ভিদবিদেরাই নতুন প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যান।

টেলেভিস্ক উদ্ভিদবিজ্ঞানের এক অধ্যাপক এবং এই পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সপ্তম ব্যক্তি। ২০০০ সালে তাঁর পূর্বসূরি ইয়ান জিভার্টের সঙ্গে তাঁর প্রথম বোতলটি খুঁড়ে বের করেছিলেন। ২০০৯ সালে ড় ইয়ান মারা যান। কয়েক বছর আগে নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করে টেলেভিস্ক এক তরুণ সহকর্মী ডেভিড লাউরিকে মানচিত্রের একটি অনুলিপি দেন। তিনি আগেই এই গবেষণায় কাজ করার উৎসাহ দেখিয়েছিলেন।

এর কয়েক মাস পর, টেলেভিস্ক স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন, কিন্তু বুঝতে পারেন, গোপন রেখে এ রকম একটি গবেষণা পরিচালনা করার বিষয়টি কতটা নাজুক হতে পারে। এরপর দ্রুত তিনি ওয়েবারকে কাজ করার আমন্ত্রণ জানান। ড. ব্রডভিগও পরে যোগ দেন। ড় লাউরি স্মরণ করেন, তিনি ২০ বছর আগে যখন প্রথম এই বিখ্যাত গবেষণার কথা শোনেন, তখন তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় একজন স্নাতক ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, 'যে দীর্ঘ সময় এটি চলে আসছে, সেটি আমাকে সত্যিই অবাক করেছিল। আমি তখন কোনোভাবেই চিন্তা করিনি যে একদিন আমি এটাতে কাজ করতে পারব। খুঁড়ে বের করা হচ্ছে বোতলগুলো

পুরোনো বীজেই নতুন কৌশল

ছয়টা বাজার কিছুক্ষণ আগে, দিনের আলো যখন মাত্র ফুটতে শুরু করেছে, লাউরি বুঝতে পারেন, তাঁরা ভুলভাবে মানচিত্রটি পড়ছিলেন। আসল জায়গাটি ছিল আরও দুই ফুট পশ্চিমে। ওয়েবার এবার হাত দিয়েই মাটি খোঁড়া শুরু করলেন। গাছের মূল, একটা পাথরের পর মসৃণ কিছু একটা হাতে আসে তাঁর। যখন তিনি বোতলটা বের করলেন, সবাই উল্লসিত। ওয়েবার বলেন, 'সবাই খুবই স্বস্তি অনুভব করছিলেন। আমার হাতে যে বোতল আছে, সেটা ১৪০ বছর আগে শেষ স্পর্শ করেছিলেন বিল, যিনি ডারউইনের কাছে চিঠি লিখতেন!' এ বছর প্রথমবারের মতো খুঁড়ে বের করা বীজগুলো সরাসরি বৃদ্ধি—চেম্বারে পাঠানো হয়নি। বরং দলের আরেক সদস্য মার্গারেট ফ্লেমিং, একজন পোস্টডক্টরাল গবেষক সেগুলো একটি শীতল কক্ষে নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি কিছু বীজ তুলে রাখেন জেনেটিক বিশ্লেষণের জন্য। বীজগুলো ১৯১৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত অঙ্কুরিত হয়নি। একটা বীজ রোপণ করা হচ্ছে অনেকটা একটা হ্যাঁ-না প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা। হয় বীজটা অঙ্কুরিত হবে বা হবে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোনো বীজ যদি বেড়ে না ওঠে, তাহলে সেটা নিশ্চিতভাবে মৃত। ড. ফ্লেমিং বলেন, এর ডিএনএ এবং আরএনএ পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ের আরও গভীরে যেতে পারেন। তাঁরা জানতে পারেন, এর ভেতরের কলকবজাগুলো টিকে আছে, নাকি নষ্ট হয়ে গেছে। অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব না হলেও আর কী কী ঘটা সম্ভব। গবেষণা দলে নতুন সদস্য যুক্ত হওয়ার ফলে সম্ভাবনার নতুন নতুন সব দুয়ার খুলে যাচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বীজগুলো পুঁতে রাখা হয়েছিল, 'তখন আমরা ডিএনএ কী, সেটাই জানতাম না।' টেলেভিস্ক বলেন। প্রজন্মের পালাবদলে, 'এমন সব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারি, যা আমাদের বীজের কার্যকারিতা ও সুপ্তাবস্থা সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে অনেক সাহায্য করবে।' আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ওয়েবার ও ফ্লেমিং হলেন এই প্রকল্পের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রথম নারী সদস্য। অর্থাৎ শুধু প্রযুক্তির নয়, অন্যান্য দিকেও উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে।

এর পাশাপাশি এসব প্রশ্নের উত্তর জানার গুরুত্ব এখন বাড়ছে। গত কয়েক দশকে বেশ কয়েকটি বীজ সংরক্ষণ প্রকল্প গড়ে উঠেছে। কোন জিনিসটা আসলে নির্দিষ্ট একটি বীজকে সুপ্ত থাকাকালে কার্যকর রাখতে সহায়তা করে, সে সম্বন্ধে আরও ভালো ধারণা পেলে তা এসব প্রকল্পের কাজে সহায়ক হবে।

বাকি বীজগুলো বিজ্ঞানীরা রোপণ করে ও পানি দিয়ে পর্যবেক্ষণে রাখেন, আর মনে মনে আশা করেন যে সেই ১৪২ বছর বয়সী বীজগুলো থেকে বেরিয়ে আসবে সবুজ ও সতেজ অঙ্কুর। এরপর তাঁরা উদ্ভিদ বাস্তুবিদ্যার নতুন আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে আরও কিছু কৌশল প্রয়োগ করবেন। প্রথমত, তাঁরা একটি দ্বিতীয় শীতকাল অনুকরণ করতে বীজসহ সম্পূর্ণ মাটির বিছানাটিকে একটি শীতল ব্যবস্থার মধ্যে রাখবেন। একই কৌশল কাজে লাগিয়ে তাঁরা ২০০০ সালে তোলা একটি বীজ থেকে চারা উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিলেন।

এবার তাঁরা আরেকটি নতুন কৌশল চেষ্টা করে দেখবেন, বীজগুলোকে ধোঁয়ার সংস্পর্শে রাখা। এটা এমন কোনো কোনো প্রজাতিতে অঙ্কুরোদ্গম ঘটাতে পারে, যেগুলো দাবানলের পরবর্তী সময়ে বিকাশ লাভ করে। এ রকম একটি হলো বোতলে থাকা এই বীজ গবেষণা শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত অঙ্কুরিত হয়নি।

দলের সদস্যরা অনেক উৎসাহ নিয়ে এই বৃদ্ধি পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করেন। ২৩ এপ্রিল বিকেলে ড. লাউরি দেখতে পান, একটি বীজ থেকে ছোট্ট সবুজ চারা বেরিয়েছে। যার অর্থ, অন্তত একটি বীজ যদি এখনো অঙ্কুরিত হতে পারে, তাহলে পরবর্তীকালে হয়তো এ রকম আরও পাওয়া যাবে।

দলের তরুণ সদস্যদের বয়স এখনো ৩০ থেকে ৪০—এর মধ্যে, কিন্তু তাঁদেরও একসময় উত্তরসূরি নির্বাচনের কাজ করতে হবে। টেলেভিস্ক মনে করেন, কাজটা তাঁদের ২০৪০ সালের আগেই সেরে ফেলা উচিত, যখন আরেকটা বোতল উত্তোলনের সময় আসবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ঢাকায় ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্স ১২-১৩ মে

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১০।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আগামী ১২-১৩ মে ঢাকায় ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্স (আইওসি) আয়োজনের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব আরও জোরদার হবে। মরিশাসের প্রেসিডেন্ট পৃথ্বীরাজসিং রূপুন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করসহ ২৫টি দেশের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিদল সম্মেলনে যোগ দেবেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের ড় মোমেন বলেন, সম্মেলনে ডিৎ, সার্ক ও বিমসটেকের প্রতিনিধিসহ প্রায় ১৫০ জন বিদেশি অতিথি অংশ নেবেন। অংশগ্রহণকারী মন্ত্রীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করবেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেন, মরিশাসের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে এবং প্রেসিডেন্টের সফরের মাধ্যমে এ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। এক প্রশ্নের জবাবে ড় মোমেন বলেন, সম্মেলনে মিয়ানমারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১২ মে রাজধানীর একটি হোটেলে সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রী অতিথিদের সম্মানে একটি নৈশভোজেরও আয়োজন করবেন।

বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই সম্মেলনের ষষ্ঠ আসর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পিস, প্রসপারিটি অ্যান্ড পার্টনারশিপ ফর আ রেজিলিয়েন্ট ফিউচার-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে শক্তিশালী করার রোডম্যাপ প্রণয়নের জন্য মূল অংশীজনদের একটি আলোকিত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্স (আইওসি) ২০১৬ সালে শুরু হয় এবং গত ছয় বছরে এটি আঞ্চলিক বিষয়ে এই অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য 'ফ্ল্যাগশিপ কনসালটেটিভ ফোরাম' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এই সম্মেলনে এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলো এবং প্রধান সামুদ্রিক অংশীদারদের একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়, যাতে এই অঞ্চলের সকলের জন্য সুরক্ষা ও প্রবৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্ভাবনাগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায়। সম্মেলনের প্রথম আসর অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালে সিঙ্গাপুরে। এতে মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা, কূটনীতিক, কৌশলগত চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও গণমাধ্যমসহ ২২টি দেশের ৩০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ভোট দিলেন নির্মলা সীতারমন

বেঙ্গালুরু, ১০ মে (হি.স.): কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে তিনি বলেন, "মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আমি বলব, আমি জনতার সঙ্গে আছি। এটা ঠিক যে, জনতার উপর বোঝা চাপানো কখনওই উচিত নয়। কিন্তু বিরোধীদের এটা নিয়ে বলা সাজে না। ওদের সময় কী অবস্থা ছিল?"

বজরং বলি বিবাদ নিয়েও কথা বলেছেন নির্মলা সীতারমন। তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বলেছেন, আমরা সর্বদা হনুমান চালিসা পড়ি এবং বজরং বলির কাছে প্রার্থনা করি, কিন্তু তারা (কংগ্রেস) নির্বাচনের সময় এটি করে...তারা নিজেদের ইস্তেহারে উল্লেখ করেছে যা বোকামির উদাহরণ।'

নাথদ্বারায় প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে পুষ্পবর্ষণ

নাথদ্বারা, ১০ মে (হি.স.) : রাজস্থানের নাথদ্বারায় ফুল দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানালেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। বুধবার সকালে রাজস্থানের নাথদ্বারায় পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী, সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র ও মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। বিমানবন্দর থেকে গাড়িতে শ্রীনাথজি মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হন মোদী, সেই সময় রাস্তার দুই ধারে বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রধানমন্ত্রী মোদীর গাড়িতে পুষ্পবর্ষণ করেন। মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শ্রীনাথজি মন্দিরে এদিন রীতি মেনে পূজার্চনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ট্রাক পিষে দিলে তরমুজ বিক্রেতাদের

পাটনা, ১০ মে (হি. স.) : রাস্তার ধারে তরমুজ বিক্রি করার সময় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিষে দিল বিক্রেতাদের। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের মুজাফফরপুর জেলার সারিয়া থানা এলাকার রেভা ঘাটের কাছে।

পুলিশ জানিয়েছে, জেলার সারিয়া থানার অন্তর্গত রেভা ঘাটে মুজাফফরপুর-ছাপরা জাতীয় সড়কে রাস্তার ধারে তরমুজ বিক্রির জন্য দোকান লাগিয়েছিল বিক্রেতারা। সেই সময় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ে। ঘটনায় বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

দেশের উন্নয়ন ও রাজ্যের প্রগতির মন্ত্রে বিশ্বাসী ভারত সরকার : প্রধানমন্ত্রী

নাথদ্বারা, ১০ মে (হি.স.) : দেশের উন্নয়ন ও রাজ্যের প্রগতির মন্ত্রে বিশ্বাসী ভারত সরকার। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, রাজস্থান দেশের বৃহত্তম রাজ্যগুলির মধ্যে একটি, রাজস্থান ভারতের বীরত্ব, ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের সংস্কৃতির বাহক। রাজস্থানের যত উন্নয়ন হবে, ভারতের উন্নয়ন তত বেশি গতি পাবে। বুধবার রাজস্থানের নাথদ্বারায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, এখন দেশে সব ধরনের পরিকাঠামোতে অভূতপূর্ব বিনিয়োগ হচ্ছে, কাজ চলছে অভূতপূর্ব গতিতে... রেলপথ, মহাসড়ক অথবা বিমানবন্দর, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে।এই বছরের বাজেটেও ভারত সরকার ১০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আধুনিক পরিকাঠামো শহর ও গ্রামে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে। আধুনিক অবকাঠামো সমাজে সুবিধা যোগ করে এবং সমাজকে সংযুক্ত করে। আধুনিক পরিকাঠামো ডিজিটাল সুবিধা বাড়ায় এবং মানুষের জীবনকে সহজ করে তোলে। আধুনিক পরিকাঠামো ঐতিহ্যকে উন্নীত করার পাশাপাশি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

মোদী বলেছেন, সঠিক ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরি করা ভারত সরকারের আগে কখনোই অগ্রাধিকার পায়নি। যারা নেতিবাচকতায় ভরা, তাদের স্বার্থপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বাইরে চিন্তা করার দৃষ্টি বা ক্ষমতা নেই।

গভীর নিম্নচাপে পরিণত ঘূর্ণিঝড়ের অপেক্ষা

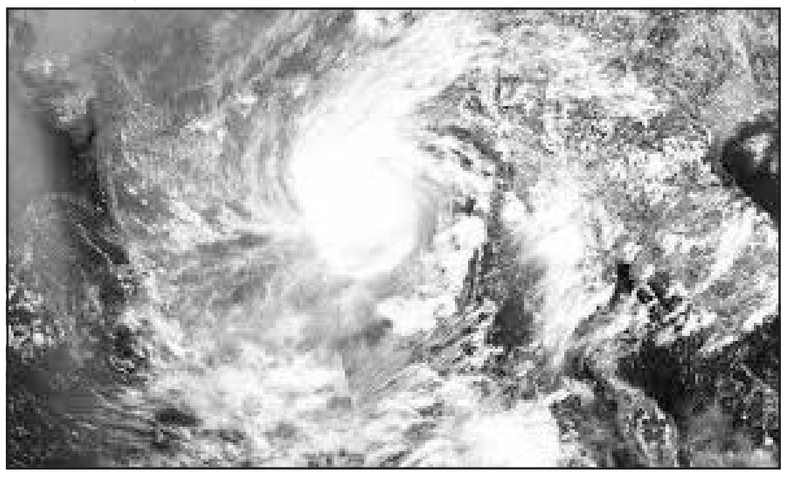

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.) : পূর্বাভাস মতোই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ। এবার শক্তি বাড়িয়ে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে এই গভীর নিম্নচাপ। বুধবার আবহাওয়া দফতরের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালের পর আরও শক্তি সঞ্চয় করতে পারে ঘূর্ণিঝড় মোকা। এর পর একই জায়গায় অবস্থান করে সন্ধ্যার মধ্যে তা আরও বলবৃদ্ধি করে পরিণত হবে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে। এই মর্মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সমুদ্রে লাল সতর্কতা জারি করেছে। মৎস্যজীবীদের বলা হয়েছে, যাঁরা গভীর সমুদ্রে ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছেন, তাঁরা যেন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার আগে উপকূলে ফিরে আসেন। শুক্রবার থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর অর্থাৎ ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশের উপকূলের কাছাকাছি মৎস্যজীবীদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। শুক্রবার থেকেই সমুদ্রে তৈরি হওয়া অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'মোকা' গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ১৪ মে অর্থাৎ রবিবার বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকা এবং মায়ানমারের কাউকপু এলাকার কাছে পৌঁছবে ঘূর্ণিঝড়।

পশ্চিমবঙ্গে রাজভবনের অদূরে আগুন

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.): ডালহৌসি চত্বরে ভয়াবহ আগুন। বুধবার সকালে রাজভবনের অদূরে টেলিফোন ভবনের কাছেই একটি বহুতলে আগুন লাগে, কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা এলাকা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকল। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে কয়েক পা দূরে রাজভবন থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোসও। তাঁকে দেখা যায় রাস্তায় নেমে গোটা পরিস্থিতির তদারকি করতে।

টেলিফোন ভবনের পিছনে যে বহুতলে ওই আগুন লেগেছে সেটির নাম শরাফ হাউস। তার ভিতরে রয়েছে বেশ কিছু অফিস। এর মধ্যে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দফতরও। অনুমান, ওই ব্যাঙ্কের ক্যান্টিন থেকেই আগুন লেগেছে। কারণ সেখান থেকে একটি জোরে বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এই অগ্নিকান্ডে কেউ হতাহত হননি। দমকলের ৬টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে।

ভারতে কোভিড; একদিনে মৃত্যু ৯ জনের

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বেড়েছে, তবে নিয়ন্ত্রণেই মৃত্যুর সংখ্যা। সুস্থতার হারও উর্ধমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২,১০৯ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ৮ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২১,৪০৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৫ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৭২২ জনের (১.১৮ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,২১,৭৮১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৭ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০২,০৫৫ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৮৪,৫৭০ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ মে সারা দিনে ভারতে ১,৫৯,৪৫৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

এইমস গুয়াহাটির উদ্যোগে আয়োজিত 'ওয়াই২০ টক'

গুয়াহাটি, ১০ মে (হি.স.) : থিঙ্ক ইন্ডিয়া এইমস গুয়াহাটির উদ্যোগে 'স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং খেলাধুলা : যুবাদের জন্য অ্যাজেন্ডা' শীর্ষক 'ওয়াই২০ টক' অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুয়াহাটির চাংসারিতে অবস্থিত সর্বভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স বা এইমস ক্যাম্পাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নুমাল মমিন এবং বিশেষ অতিথি এনআইপিইআর গুয়াহাটির অধিকর্তা ইউসএন মুর্তিকে স্বাগত জানান এইমস-গুয়াহাটির এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর অধ্যাপক ডা. অশোক পুরানিক।

'ওয়াই২০ টক'-এর অনুষ্ঠানে 'স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং খেলাধুলা : যুবাদের জন্য অ্যাজেন্ডা'-র সঙ্গে সংগতি রেখে বক্তব্য পেশ করেছেন নুমাল মোমিন। তিনি স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় খেলাধুলার বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে বিশদে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া স্বাস্থ্য ও খেলাধুলার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার ওপর বিস্তৃত বক্তব্য পেশ করেছেন ইউএসএন মূর্তি। স্বাগত বক্তব্য পেশ করেছেন এইমস-গুয়াহাটির এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর অধ্যাপক ডা. অশোক পুরানিক।

৭২ ঘণ্টা বনধের প্রথমদিন, নিস্তব্ধ অরুণাচলের রাজধানী ইটানগর

বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা, গ্রেফতার ও আটক বহু

ইটানগর, ১০ মে (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পেপার ফাঁসের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত পরীক্ষা বাতিল সহ ১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে প্যান অরুণাচল জয়েন্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএজেএসএস) আহূত ৭২ ঘণ্টা বনধ-এর প্রথমদিন ব্যাপক প্রভাব পড়েছে অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরে। সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা।

হাসপাতাল এবং কয়েকটি জরুরি পরিষেবা ছাড়া ইটানগর রাজধানী অঞ্চল সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। কয়েকটি ব্যক্তিগত যানবাহন ছাড়া কোনও গাড়ি-ঘোড়া, দোকানপাট এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ। এককথায় জনমানবশূন্য গোটা রাজধানী।

এদিকে ইটানগর ক্যাপিটাল রিজিয়ন (আইসিআর)-এর জেলাশাসক তালো পোটম বলেছেন, জেলা প্রশাসন অরুণাচল প্রদেশ বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন ২০১৪ জারি করেছে। তিনি বলেন, বনধ-এর ডাক সুপ্রিম কোর্ট বেআইনি এবং অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেছিল। '১৯৯৭ সালের সিভিল আপিল নম্বর ৭৭২৮/২৯-এ ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট (সিভিএলভিআরএস ভারত কুমার এবং অন্যান্য) যে কোনও রাজনৈতিক দল, সংগঠন বা সমিতি বা গোষ্ঠী বা ব্যক্তির দ্বারা যে কোনও বনধ আহ্বানকে অসাংবিধানিক এবং বেআইনি ঘোষণা করেছে। তাই আহূত বনধ-কে বেআইনি বলে আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্টের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারাও জারি করেছেন। ফলে একত্রে পাঁচ জনের বেশি লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বলেন আইসিআর-এর জেলাশাসক তালো পোটম।

জেলাশাসক জানান, নির্দিষ্ট আইনের বলে পুলিশ সক্রিয় হয়েছে। আইনের অধীনে পুলিশ আদেশ লঙ্ঘনকারীদের গ্রেফতার বা আটক করতে পারে। ইতিমধ্যে বনধ আহ্বানকারী নেতা সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বলেন, গুজব ছড়িয়ে যাতে অশান্তি সৃষ্টি করা না হয়, তারজন্য সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা।

এসডিপিও কমদম সিকোম সতর্ক করে বলেন, আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে মেডিক্যাল পরিষেবার সঙ্গে জড়িত এবং সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করলে অনস্পট গ্রেফতার করে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এসডিপিও বলেন, বনধ-এর সময় হিংসা হতে পারে। তা মাথায় রেখে গোটা রাজধানী কমপ্লেক্সে যাতে কেউ অশান্তি সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য ৪১৫ নম্বর জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তী দোকানপাট থেকে নুড়ি পাথর, বোল্ডার, লোহার পাইপ, টায়ার সরিয়ে নিতে গতকালই সংশ্লিষ্ট দোকানদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইতিমধ্যে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকারী প্যান অরুণাচল জয়েন্ট স্টিয়ারিং কমিটি-র সমস্ত দাবির প্রতি ঐকমত্যে এসেছিল রাজ্য সরকার। রাজ্যে উদ্ভূত অশান্ত পরিস্থিতির সমাধানসূত্র বের করতে এদিন ইটানগরে অবস্থিত সিভিল সেক্রেটারিয়েটে ছয়তলায় মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু তাঁর কার্যালয়ে পিএজেএসএস-এর পদাধিকারীদের সাথে প্রায় তিন ঘণ্টার বৈঠক করেছিলেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব সহ কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিক। পিএজেএসএস-এর পক্ষে ছিলেন সোল ডোডম, তেচি পুরু, তাদাক নালো, লীনা সোরা, তেলি ইয়ামি, কিপা চম্পা, কাম্পু দোলো, তেচি রানা এবং টেচি টাকার। কিন্তু সব দাবি পূরণের সরকারি আশ্বাস পেয়েও ফের ৭২ ঘণ্টার বনধ কেন, উঠেছে প্রশ্ন।

রাজীব-ইন্দিরার মূর্তি উপড়ে ফেলায় বিরোধীদের রোষানলে গেরুয়া শিবির

আসানসোল, ১০ মে (হি. স.) : বেদি উপড়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর মূর্তি সরানোকে কেন্দ্র করে বুধবারও উত্তেজনা রয়েছে কুলটির সাঁকতরিয়া এলাকায়। বিজেপি দলীয় কার্যালয়ের সামনে থাকা মূর্তিগুলি উপড়ে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সাঁকতোড়িয়ার স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর অভিজিৎ আচার্য্যর দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে ইন্দিরা ও রাজীব গান্ধীর আবক্ষ মূর্তির বেদি ভেঙে, মূর্তি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়।

এ নিয়ে জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবারই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় কংগ্রেসের সদস্যারা ঘটনাস্থলে যান ও প্রতিবাদ জানান। দু'পক্ষের মধ্যে বিতর্ক বেঁধে যায়। অভিজিৎ আচার্য্যের কাছে তাঁরা জবাবদিহি চান, মূর্তি উপড়ে ফেলার কারণ কী? পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে পুলিশ। বুধবারও দু'দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ দ্রুত যথাযোগ্য সম্মান সহকারে মূর্তির পুনর্সাপন নিয়ে কথা বলেন।

যদিও বিজেপি নেতার দাবি, কংগ্রেস নেতাদের অনুমতি নিয়েই মূর্তি দুটি ওই এলাকা থেকে স্থানান্তর করা হচ্ছে। কুলটির কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি চণ্ডী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কোনও আলোচনা হয়নি। তাই জনসাধারণের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছেছে। অনুমতি ছাড়াই দুই প্রধানমন্ত্রীর মূর্তি উপড়ে ফেলা ঠিক হয়নি।"

অভিজিৎ আচার্য্য রাজনৈতিক জীবনের প্রথমে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। সেই সময় তিনি তার দলীয় কার্যালয়ের সামনে মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে তৃণমূল হয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। তিনি লিখিত ভাবে জানান, জায়গাটির সংস্কার সাধনের মাধ্যমে মূর্তিগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।

এবিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, "মূর্তি প্রতিষ্ঠার অধিকার সকলের আছে। কিন্তু ভেঙে ফেলার অধিকার কারও নেই। তাছাড়া ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী দুজনেই ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ভারতরত্ন। আসলে বিজেপির এটাই সংস্কৃতি।"

দুই কোটি টাকার হেরোইনসহ ধৃত পাঁচ পাচারকারী

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বিপুল পরিমাণ হেরোইনসহ পাঁচ পাচারকারীকে আটক করেছে। বুধবার সকালে এসটিএফের এসপি আইপিএস ইন্দ্রজিৎ বসু এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দমদম থানার অন্তর্গত বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুনলাইট হোটেলের কাছে বালি অভিমুখে দুটি গাড়ি থামানো হয়েছিল। এই গাড়ির মধ্যে মাদক পাচারের তথ্য আগেই পাওয়া গেছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ত্বকে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত বা ঘা হলে

ডা. এস এম বখতিয়ার কামাল

শরীরের কোনো কোনো স্থানে চামড়ার ঘা সহজে শুকাচ্ছে না , শুকাতে দেরি হচ্ছে সেরে যাওয়ার পর আবার ক্ষত হচ্ছে। সাধারণত এসব ক্ষতকে ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষত বলে। নানা কারণে ত্বকে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত হতে পারে। এসব ক্ষত সারাতে হলে বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসা নিতে হয়। অবহেলার কারণে চর্মজনিত ক্যান্সার হতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের কারণসমূহ: (১) দীর্ঘ সময় অচল থাকার কারণে এবং সর্বসময় চাপের কারণে রক্ত চলাচল কম হওয়ার ফলে ক্ষতের সৃষ্টি হয় , (২) বড় বা মারাত্মক ধরনের আঘাত। (৩) অপারেশনের স্থানে ইনফেকশন হলে, (৪) আগুন বা রাসায়নিক পদার্থ লেগে গভীরভাবে পুড়ে গেলে, (৫) ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো ধরনের রক্তনালির রোগ, (৬) ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি এবং কুষ্ঠ হলে অনুভূতি কমে যাওয়ার কারণে বারবার ক্ষত বা আঘাত লাগলেও রোগী বুঝতে পারে না (ট্রপিক আলসার,(৭)- বিশেষ ধরনের জীবাণু দিয়ে ইনফেকশন হলে (মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম আলসারান্স)

চামড়ার ক্ষত পরিত্রাণের পদ্ধতিসমূহ হলো- স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো ক্ষত পূরণ হওয়ার সময় কিছু নির্দিষ্ট ধাপ ও অবস্থা অতিক্রম করে। কোনো কারণে ঐ ধাপ গুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন হতে না পারলে ঘা বা ক্ষত শুকাতে পারে না। ধাপগুলো হলো:

১) ইনফ্লামেটরি স্টেজ: আঘাত বা ক্ষতস্থানে রক্তনালি সংকুচিত হয়ে যায় এবং রক্তের অনুচক্রিকা এসে বাসা হয়ে ক্লট তৈরি করে ও রক্তপাত বন্ধ করে। রক্তপাত বন্ধ হওয়া নিশ্চিত হলে রক্তনালিগুলো খুলে যায় এবং রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায়, ফলে ক্ষতস্থানটি লাল ও গরম হয়ে ওঠে। রক্তের শ্বেতকণিকা এসে কোনো জীবাণু থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় এবং ইনফেকশন প্রতিরোধ করে। পরবর্তীতে ক্ষতস্থানটির চারদিকে কোষ বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষতপূরণের চেষ্টা করে।

বিজ্ঞাপন ২) ফাইব্রোব্লাস্টিক স্টেজ:- কোলাজেন নামক প্রোটিন তন্তু যা চামড়াকে দৃঢ়তা প্রদান করে, তা বৃদ্ধি পায় ও ক্ষতস্থানে জমা হতে থাকে। এটি নবগঠিত চামড়াকে চারদিক থেকে টান দেয় ও কুঁচকে গিয়ে জোড়া লাগাতে সাহায্য করে। নতুন রক্তনালি তৈরি হয় এবং ক্ষতস্থানের কোষগুলোকে রক্ত, অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে।

৩) ম্যাচুরেশন স্টেজ: - শরীর প্রতিনিয়ত ঐ স্থানে কোলাজেন ও ফাইব্রোব্লাস্ট পাঠাতে থাকে, যা ক্ষুদ্র ক্ষত পূরণ করা ও ক্ষতকে দৃঢ় করতে সাহায্য করে। পরিপূর্ণ হতে অনেক ক্ষেত্রে কয়েক মাস বা বছরও লেগে যেতে পারে। তাই ক্ষত পূরণ হওয়ার পরও সম্পূর্ণ ঠিক হতে সময় দিতে হবে ও যত্ন নিতে হবে। ক্ষতপূরণে যেসব বাধা বা অন্তরায়: কিছু কিছু বিষয় ক্ষতস্থান পূরণে বাধা হয়ে দাড়ায়, ফলে ক্ষত শুকাতে বা পূরণ হতে বেশি সময় লাগে। যেমন:

১. মরা চামড়া বা কোষ:

ক্ষতস্থানে মরা চামড়া বা কোষ থেকে গেলে বা শরীরের অংশ নয় এমন কিছু রয়ে গেলে।

২. ইনফেকশন:

ক্ষতস্থানে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করলে শরীর তখন ক্ষত পূরণ না করে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে ব্যস্ত থাকে।

৩. রক্তক্ষরণ: - ক্ষতস্থানে যদি রক্তপাত হতেই থাকে সেক্ষেত্রে নতুন কোষ তৈরি, জোড়া লাগা, মজবুত হওয়া বন্ধ থাকে।

৪. রক্ত চলাচলে বাধা:

বেড সোর বা প্রেসার সোর স্থানে রক্ত চলাচল বন্ধ থাকে বিধায় ক্ষত শুকাবে না। ৫. খাদ্য ও পুষ্টি ক্ষত পূরণের জন্য শরীরে পর্যাপ্ত প্রোটিন, জিংক, ভিটামিন সি প্রয়োজন। এদের ঘাটতি থাকলে ক্ষত শুকাবে না।

৬ কিছু রোগ: - ডায়াবেটিস, রক্তশূন্যতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার চরম অভাব বা রক্তনালির সমস্যা বা রক্ত চলাচলে সমস্যাজনিত রোগ থাকলে ক্ষত পূরণে দেরি হয়।

৭। ধুমপান: -ধূমপানে ক্ষত পূরণে ধীরে হয় ও জটিলতা দেখা দিতে পারে। ৮। অতিরিক্ত ভেজা বা শুকনো হলে:-নতুন জন্মানো কোষগুলোর বেঁচে থাকা ও ক্ষত পূরণের জন্য নির্দিষ্ট আর্দতা দরকার। তার চেয়ে কম বা বেশি হলে ক্ষত শুকাতে দেরি হয়। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা : ক্ষত না শুকানো বা শুকাতে দেরি হবার মূল কারণটি বের করে তার চিকিৎসা না করলে ক্ষত সারানো সম্ভব না। তাই রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন ক্ষতস্থান, তার রক্তনালি ও স্নায়ুর শারীরিক পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ করা জরুরী। এ ছাড়া রোগীর অন্যান্য রোগের ইতিহাস, ওষুধ বা অভ্যাস ইত্যাদি জানা। মূলত রোগীর রক্ত, প্রস্রাব পরীক্ষা ও ক্ষতস্থানের বায়োপসি। করতে হয়। এ ছাড়া ক্ষতস্থানের রস বা কোষ নিয়ে ল্যাবরেটরিতে জীবাণু নির্ণয় করা জরুরি ক্ষতের আকার, অবস্থান ও রোগের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা প্রযোজ্য। যেমন: ক্ষত হওয়ার পর স্থানটি ভালো করে পরিষ্কার করা জীবাণু, মরা চামড়া, বাইরের কিছু থাকলে পরিষ্কার করা। বিশেষ ধরনের ক্ষত হলে টিটেনাস ইনজেকশন নিতে হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন করে ক্ষত বড় করা বা পরিষ্কার করতে হতে পারে। সাধারণত ঐ স্থানটি অবশ করেই তা করা যায়। ক্ষতের চারপাশেও যদি মরা চামড়া বা মরা কোষ থাকে তা অবশ করে কেটে পরিষ্কার করতে হবে। ক্ষত বড় হলে সেলাই দেয়া প্রয়োজন। নিয়মিত সঠিকভাবে, সঠিক জিনিস দিয়ে ড্রেসিং করা। এজন্য ডাক্তারের দেয়া পরমর্শ অনুযায়ী ড্রেসিং করতে হবে। সর্ব কথা বিষয়টি অবহেলা করা অনুচিত।

পুরুষের বন্ধ্যাত্বের কারণ হতে পারে যেসব খাবার

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সন্তানহীন দম্পতির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সমীক্ষায় জানা গেছে, নারীদের তুলনায় ১.৫ শতাংশ বেশি বন্ধ্যাত্বের সমস্যা দেখা যাচ্ছে পুরুষদের মধ্যে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত ওজন ও ভুঁড়ি পুরুষের শুক্রাণুর কাউন্ট কমিয়ে দেয়। একইসঙ্গে ধূমপান, মদ্যপানসহ মদকাসক্তির কারণে সন্তান উতাদনে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

এ ছাড়াও শারীরিক আঘাত ও কিছু ওষুধ ব্যবহারেও শুক্রাণুর কাউন্ট কমে যেতে পারে। এমনকি দীর্ঘক্ষণ কোলে ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করলেও শুক্রাণুর কাউন্ট কমে যেতে পারে। পাশাপাশি ডায়েটে বেশ কিছু খাবার পুরুষের বন্ধ্যাত্বের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। জেনে নিন কোন কোন খাবার-

গ্লগ্ন বিশেষজ্ঞদের মতে প্রসেসড মিট শুক্রাণুর পরিমাণ কমানোর অন্যতম প্রধান কারণ। বেকন, সালামি, হটডগ, বার্গারসহ বিভিন্ন খাবারে এ ধরনের প্রসেসড মিট ব্যবহার করা হয়।

এক সমীক্ষায় জানা গেছে, রেড মিট বন্ধ্যাত্বের সমস্যার জন্য দায়ী। মুরগির মাংসে অবশ্য এরকম কোনো ফল দেখা যায়নি। তবে ঠিক কী কারণে এমন ঘটনা ঘটে, তা নিয়ে নিশ্চিত নন গবেষকরা।

বর্তমানে গবাদি পশুদের স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়, যার প্রভাব পরে দুধেও। সম্প্রতি ১৮-২২ বছর বয়সীদের উপর করা এক সমীক্ষা বলছে, এ ধরনের দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য খেলে শুক্রাণুর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড বা ক্ষতিকর ফ্যাটি অ্যাসিড হৃদযন্ত্রের সমস্যার মূল কারণ হতে পারে। বর্তমান গবেষণা বলছে, এ ধরনের পদার্থ শুক্রাণুর সমস্যার জন্যও দায়ী।

গ্লগ্ন বর্তমানে যে ধরনের রাসায়নিক ব্যবহৃত হয় সেগুলোও শুক্রাণুর সমস্যার জন্য মারাত্মকভাবে দায়ী। সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হলো, অধিকাংশ খাদ্যেই এ ধরনের রাসায়নিক মিশে থাকে। যা এড়িয়ে যাওয়া কঠিন।

ওজন কমানোর জন্য শসা খাচ্ছেন

স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তিদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় শসা একেবারে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। বেশির ভাগ রোগের ক্ষেত্রেই রোগীরা শশা খেতে পারেন, তার কারণ শশার খাদ্য ও পুষ্টিগুণ। শুধু রূপচর্চায় নয়, শরীরকে ভেতর থেকে ঠিক রাখতে শশা নিয়মিত খাওয়া দরকার।

কিন্তু এই স্বাস্থ্যকর শসা থেকেই ঘটে যেতে পারে বড় বিপদ! অত্যধিক শসা খেলে স্বাস্থ্যের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

জেনে নিন শসা খাওয়ার অপকারিতা -

১) অনেক সময় সদ্য কাটা শসাও তেতো লাগে। আর তেতো শসা মানেই তা টক্সিক। কারণ শসাতে কিউকারবিটাসিন এবং টেট্রাসাইক্লিক ট্রাইটারপেনিওডের মতো রাসায়নিক থাকে, যা শসাকে তিক্ত করে তোলে। এই বিষাক্ত রাসায়নিকগুলো স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং এর প্রভাবে মারাত্মক অ্যালার্জিও হতে পারে। তাই, তেতো শসা খাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক।

২) শসা ফাইবার সমৃদ্ধ এবং এতে প্রচুর পরিমাণে কিউকারবিটিন রয়েছে। এই কিউকারবিটিন যৌগটিতে মূত্রবর্ধক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে শসার মধ্যে মূত্রবর্ধক যৌগের পরিমাণ হালকা। তাই বেশি শসা খেলে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা হতে পারে।

৩) শসা হল পটাসিয়ামের দুর্দান্ত উত, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। তবে অতিরিক্ত খাওয়া হলে হাইপারক্যালেমিয়ার মতো রোগ দেখা দিতে পারে। বেশি শসা শরীরে পটাসিয়ামের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে পেটে ফোলাভাব, ক্র্যাম্প, গ্যাস এবং কিডনিও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

৪) শসাতে প্রায় ৯০ শতাংশ জল থাকে। আর শরীরে যত বেশি জল যাবে রক্তের পরিমাণ তত বেশি হবে। এর ফলে রক্তনালী এবং হৃদপিন্ডের উপর চাপ পড়ে। ফলে হার্ট এবং রক্তনালীর ক্ষতি হয়।

৫) যারা সাইনোসাইটিস বা কোনও ক্রনিক রেসপিরেটরি সমস্যায় ভুগছেন, তাদের শসা না খাওয়াই ভালো। চিকিৎসকদের মতে, এই সবজির শীতল প্রভাব রেসপিরেটরি সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলে।

তরমুজ খাওয়ার পর জল পান করলে কি হয় জানেন কি?

বাজারে এখন তরমুজের ছড়াছড়ি। গ্রীষ্মের এই ফল সবারই প্রিয়। রসালো এই ফল শরীর ঠান্ডা রাখার পাশাপাশি জলশূন্যতাও রোধ করে। তরমুজে প্রায় ৯১ ভাগই জল। এতে ক্যালোরি কম থাকে। আবার প্রাকৃতিকভাবে মিষ্টি হওয়ায় তরমুজ খেলে মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতাও কমে। দৈনিক পরিমিত তরমুজ খেলে শরীরে মিলবে অনেক উপকার।

তরমুজে প্রচুর পরিমাণে লাইকোপেন থাকে। এটি একটি ক্যারোটিনয়েড, যা তরমুজের লাল রঙের জন্য দায়ী। এতে অনেক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। যা শরীরের ক্ষতিকর ফ্রি-র্যাডিক্যাল দূর করে ও কোষের ক্ষতি প্রতিরোধ করে। আরও থাকে থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, নিয়াসিন, ভিটামিন বি-৬, ফোলেট, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, জিংক, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম, কোলিন ও বিটেইন। তবে তরমুজ খাওয়ার পর একটি ভুলের কারণে বিপদে পড়তে পারেন। তরমুজে এমনিতেই প্রচুর পরিমাণে জল থাকে। তরমুজ খাওয়ার পর যদি তার উপরে বেশি জল খেলে পেট ফুলে থাকতে পারে। আয়ুর্বেদ অনুসারে, তরমুজ খাওয়ার পর জল পান করলে হজম প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। এমনকি শরীরে চক্রের ভারসাম্যও বিপর্যস্ত হয়। যেহেতু এটি হজম প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে, তাই অ্যাসিডিটির মতো সমস্যাও হতে পারে। যদিও এর পেছনে কোনো সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, তবুও তরমুজ খাওয়ার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত জল না পান করাই ভালো। আর যাদের পেটের সমস্যা আছে তাদের অবশ্যই তরমুজ খাওয়ার অন্তত ৪০-৪৫ মিনিট পর জল পান করা উচিত। তবে আপনি যদি খুব তৃষ্ণার্ত বোধ করেন তাহলে এক বা দুই চুমুক জল পান করতে পারেন। ভুলেও আবার পুরো এক গ্লাস জল পান করবেন না।

আঙ্গুরের ওপর লেগে থাকা সাদা পাউডার খাওয়া উচিত?

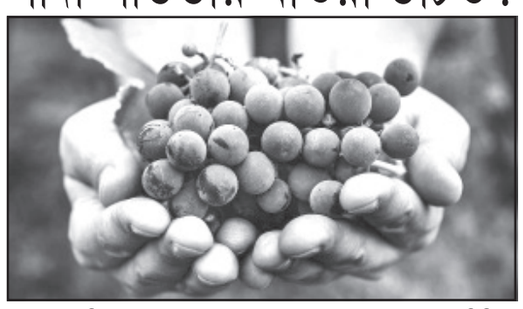

যখন আঙুর কিনবেন, কেনার সময় খেয়াল করলে দেখবেন তার গায়ে সাদা সাদা পাউডার লেগে থাকে। মোমের মত দেখতে এই জিনিসটি আঙ্গুরের ওপর বেশ শক্ত ভাবেই লেগে থাকে। এই পউডারের মতো দেখতে জিনিসটিকে বলা হয় "দ্য ব্লুম"। ব্লুবেরী, প্লাম এগুলোতেও পাওয়া যায়।

যত তাজা ফল হবে তত সাদা সাদা জিনিসগুলো থাকবে। সময়ের সাথে সাথে এটি কমে আসে। আঙ্গুরের ওপর থাকা ব্লুম বা সাদা সাদা পাউডার আসলে এক ধরনের ইস্ট। যার নাম স্যাকারোমাইসিস সেরেভিসিয়া। এই ধরনের ইস্ট থেকে ত্বকের যত্নে প্রসাধনী তৈরি করা হয়। আঙ্গুরে ওপরের আবরণ ফেটে গেলে এই ইস্ট আঙ্গুরের ভেতর প্রবেশ করে গাঁজন প্রক্রিয়া শুরু করে। ইস্টগুলো আঙ্গুরের ওপর লেগে থাকে কারণ, এরা চিনির প্রতি আসক্ত। আঙ্গুরের ওপরের আবরন ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত এরা ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই আঙ্গুরের গায়ের ওপর বসে থাকে। দেখতে সাদা পাউডারের মতো দেখায়। অনেকের প্রশ্ন, এটা খেলে শরীরে কি কোনও ক্ষতি হবে? একজন গাঁজন বিশেষজ্ঞ ব্রাড লিয়ন জানিয়েছেন, আঙ্গুর ব্লুম সহ খাওয়া একদম নিরাপদ। এটা আঙ্গুরেরই একটি অংশ। এটি প্রাকৃতিক যা ফল থেকে আসছে। যদি তা না হয়, তাহলে ধুয়ে ফেলাই ভাল। কারণ এটা হতে পারে কীটনাশক। যা আপনি অবশ্যই খেতে চাইবেন না। সব ফলই খাওয়ার আগে ধুয়ে খাওয়া ভালো। তবে ব্লুম যেহেতু সহজে যেতে চায় না তাই আপনি এটা সহ খেতে পারেন।

বেশিক্ষণ বসে থাকলে পা অবশ হয়ে আসে?

এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকলে পা অবশ হয়ে আসে। অনেকটা ঝি ঝি লেগে যাওয়ার মতো হয়। কোন খাবার গ্রহণের মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব?

রূপালি পরামর্শ: দীর্ঘ সময় এক জায়গায় একই ভঙ্গিতে বসে থাকলে কিংবা একটানা ভ্রমণ করলে পায়ে ঝি ঝি ধরতে পারে। একে বলে টেম্পোরারি প্যারেসথেসিয়া বা পিনস অ্যান্ড নিডলস। এতে কিছুক্ষণের জন্য পা অসাড় বা অবশ লাগে। পায়ের ভঙ্গি পরিবর্তন করলে অল্প সময়েই আবার ঠিক হয়ে যায়। এটি কোনো রোগ নয়। তবে অন্য কোনো রোগের উপসর্গ হিসেবে সমস্যাটি দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে বয়স একটি বিষয়। আপনার বয়সের উল্লেখ থাকলে ভালো হতো। পাশাপাশি ডায়াবেটিস বা নার্ভজনিত কোনো জটিলতা থাকলেও এটি হয়। তাই দৃশ্যমান কোনো কারণ ছাড়া এমন হতে থাকলে সচেতন হতে হবে। খাবারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

মূল সমস্যা জানার জন্য কিছু পরীক্ষা—নিরীক্ষা করা জরুরি। এ জন্য একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে চিকিৎসা নিলে আপনি ভালো থাকবেন বলে আশা করছি।

আক্কেল দাঁতের ব্যাথায় কাবু জেনে নিন ব্যাথা কমানোর উপায়

সাত থেকে সত্তর! কমবেশি সবাই আক্কেল দাঁতের সমস্যায় ভুগে থাকেন। আক্কেল দাঁত মুখের অন্য দাঁতগুলোর ক্ষতি করে। আক্কেল দাঁত তাই যত অল্প বয়সে সম্ভব, তুলে ফেলার পরামর্শ দেন ডেন্টিস্টরা। যত বয়স বাড়বে তত মুখের ভেতরের হাড় শক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এই দাঁত তোলা ততই কঠিন ও কষ্টসাধ্য হয়।

যদিও ওষুধ দিয়ে ব্যথা নিরাময় করা যায় তবে ঘরোয়া প্রতিকার আরও কার্যকর। জেনে নিন ব্যাথা কমানোর কয়েকটি উপায়.

নুন জল দিয়ে কুলি করুন- দাঁত ব্যথা দূর করতে নুন জল দিয়ে কুলি করা উপকারী। হালকা গরম জলে সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগ করে কুলি করে ফেলুন। এটি ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াগুলিকে মেরে ফেলে এবং মাড়িকে সুস্থ রাখে। কখনও কখনও আক্কেল দাঁতের কারণে, অন্য দাঁতে ব্যথা শুরু হয় বা সিস্ট হয়। নুন জলে ধুয়ে ফেললে ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দাঁত, মাড়ি, গলায় ব্যথা কমাতে খুব ভালো কাজ করে নুন গরম জল। এক গ্লাস গরম জলে এক চা চামচ নুন মিশিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এতে যে কোনও ইনফেকশন সেরে যাবে।

পিপারমিন্ট- পিপারমিন্ট পাতায় উপস্থিত থাকে যা ব্যথা এবং প্রদাহ দূর করতে সহায়তা করে। পিপারমিন্টের নির্যাসে এক টুকরো তুলো ডুবিয়ে মাড়িতে লাগান। পিপারমিন্ট চাও খুব ভালো।

লবঙ্গ তেল- ক্লোভ অয়েলে অ্যানালজেসিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা দাঁতের ব্যথা উপশম করে। এটি ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে লড়াই করতে সহায়তা করে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি দূর করে। ব্যথা উপশম করতে লবঙ্গ তেল বা ছয়টি লবঙ্গের কুঁড়ি জলে ফোটান এবং মাড়িতে ম্যাসাজ করুন। এতে ব্যথা থেকে মুক্তি মিলবে।

অ্যালোভেরা- অ্যালোভেরা আক্কেল দাঁত ও আশেপাশের দাঁতে ব্যথা হলে সহজে উপশম পাওয়া যায়। দাঁতের ফোলাভাব দূর করে। দাঁতের গোড়ায় অ্যালোভেরা জেল লাগাতে পারেন। এটি সেই অংশটি শীতল রাখে এবং ব্যথা হ্রাস করে।

এছাড়াও যে যে উপায়ে ব্যাথা কমবে- ভিনিগারে তুলো ভিজিয়ে ব্যাথার জায়গায় চেপে রাখুন। কিছুক্ষণ পর ব্যথা কমে আসবে। আক্কেল দাঁতের উপর একটা লবঙ্গ রেখে দিন। চিবানোর দরকার নেই। যতক্ষণ না ব্যথা কমছে লবঙ্গটা ফেলবেন না। শুধু আক্কেল দাঁত নয়, এমনি দাঁতের ব্যথাতেও কাজ দেয় লবঙ্গ!

ঠান্ডা-গরম সেঁক দেওয়া যেতে পারে বাইরে থেকে. আইস ব্যাগে বা কাপড়ে এক টুকরো বরফ পেচিয়ে সেঁক দিন।

পেঁয়াজ অর্ধেক করে কেটে ব্যাথার জায়গায় রেখে, দাঁত দিয়ে চাপ দিন, যাতে পেঁয়াজ থেকে রস বের হয়। পেঁয়াজের রস ব্যাথা কমায়। তুলোর বল জলে ভিজিয়ে বেকিং সোডা মাখিয়ে নিন। এবার বলটা ব্যাথার জায়গায় চেপে ধরে থাকুন। খানিক্ষণের মধ্যেই ব্যথা কমে যাবে। কচি পেয়ারা পাতা জলে সেদ্ধ করে নিন। এবার এই সেদ্ধ পাতা কিছুক্ষণ চিবিয়ে ফেলে দিন। ব্যাথা গায়েব!

বাচ্চাকে নিয়মিত কলা খাওয়ানো উচিত?

শিশুদের ডায়েট পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ হওয়া খুবই দরকার।

না হলে শিশুর সঠিক বৃদ্ধি সম্পন্ন হয় না। আর শিশুর পুষ্টিকর ডায়েটের তালিকায় অন্যতম কলা। কারণ, কলা হল শরীরের এনার্জির অন্যতম সোর্স। এতে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন সি, ফাইবার, পটাশিয়াম, আয়রন, ভিটামিন এ, বায়োটিন। এছাড়া কলায় ফ্যাটের পরিমাণ খুবই কম। কলায় গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ ও সুক্রোজ ইত্যাদি ন্যাচারাল সুগারের উপস্থিতি রয়েছে। যা শরীরের এনার্জি বাড়াতে জরুরি। শিশুর শরীরে এই ফলের ভাল প্রভাবই সর্বাধিক।

শিশুর শরীরে কলার উপকারিতা

১. সরাসরি এনার্জি- শিশুরা সারাদিন ছোটাছুটি করে, দুরন্তপনা করে। তাই ওদের এনার্জি দরকার প্রচুর। সারাদিনের ক্লান্তির পর একটা কলা দ্রুত চাঙ্গা করে দিতে পারে। তাই শিশুদের সারাদিন চনমনে রাখতে রোজ একটা করে পাকা কলা খাওয়াতে হবে। বিশেষ করে শিশুকে খেলাধুলো করার পর একটা কলা খেতে দেওয়া খুবই স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। এতে করে শিশু কখনওই ক্লান্তিবোধ করবে না।

২. হজমশক্তি ঠিক রাখে- কলার মধ্যে যে ফাইবার রয়েছে তা হজমশক্তি ঠিক রাখতে দারুণ কাজ করে। এতে "পেকটিন" নামক ফাইবার রয়েছে। জলে দ্রবীভূত এই ফাইবার শরীরে উপস্থিত কার্বোহাইড্রেটকে সিম্পল সুগারে পরিণত করে দিতে পারে। রোজ একটা করে কলা খেলে শিশুর মলের সমস্যাও প্রতিহত হয়। গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়। এছাড়া কলা খেলে পেট ভরে থাকে অনেকক্ষণ।

৩. হাড় ও চোখের জন্য ভাল- কলাতে পটাশিয়ামের মাত্রা বেশি থাকে। এই পটাশিয়াম, সোডিয়ামকে লঘু করে দেয়। শিশুর ডায়েটে সোডিয়াম থাকতেই পারে। কলা খেলে তা নিউট্রালাইজ হয়ে যায়। ফলে শিশুর হাড় শক্ত হয়। এছাড়া শিশুদের প্রস্রাবের মাধ্যমে ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যায়। কলা খেলে শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ হয়, হাড় শক্ত হয়। এছাড়া রোজ কলা খেলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। কলাতে ভিটামিন এ উপস্থিত, যা চোখের জন্য ভাল। যে কোনও অসুখের হাত থেকে রেটিনা সুরক্ষিত রাখে।

৪. রক্তাল্পতা রোধ করে- যাদের শরীরে লোহিত রক্তকণিকা ঠিকমতো উতাদন হয় না তারা রক্তাল্পতায় ভোগে বেশি। শিশুর ডায়েটে আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন বি ১২ ও কপার যথেষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার।

ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যকেন্দ্রের জন্য বিশ্বভারতীর নাম প্রস্তাব, মোদীকে কৃতজ্ঞতা সুকান্তর

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের মুকুটে নতুন পালক। রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন 'ইউনেস্কো'-র ওয়ার্ল হেরিটেজ সেন্টার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে এরাজ্যের এক বিশ্ববিদ্যালয়। এমন খবরই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি। বুধবার এ কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কৃতজ্ঞতা জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

সুকান্তবাবু টুইটারে বুধবার লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুসারীদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞ। ইউনেস্কো ওয়ার্ল হেরিটেজ সেন্টারের উপদেষ্টা সংস্থা 'আইকোমোস' বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনের নাম তোলার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এটি বিশ্বের কাছে পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দেখানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতিশ্রুতির পরিচায়ক।"

এর আগে মঙ্গলবার রাতে সংস্কৃতি, পর্যটন ও উত্তর পূর্ব ভারত বিষয়ক মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত জি কিষাণ রেড্ডি টুইটারে জানান, "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জয়ন্তীতে ভারতের জন্য দারুণ খবর। পশ্চিমবঙ্গর শান্তিনিকেতনকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল হেরিটেজ সেন্টারের উপদেষ্টা সংস্থা আইকোমোস বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির সভায় এটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।"

বঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে ১৯ মে

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.) : আগামী ১৯ মে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হবে। বুধবার টুইটে একথা জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এবারই সবচেয়ে কম সময়ে মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের সিদ্ধান্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। ১৯ মে সকাল ১০টা থেকে ফল ঘোষণা শুরু হবে। প্রথমে পর্ষদের সাংবাদিক বৈঠক, তার পর হবে ফলঘোষণা। রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিনই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য জানিয়ে দিয়েছিলেন, সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আগামী ১০ দিনের মধ্যেই ফলপ্রকাশ করে দিতে পারে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা শেষ হয় ৪ মার্চ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন, মে মাসে ফলপ্রকাশ করা হবে। সেই অনুযায়ী ১৯ মে ফল প্রকাশিত হতে চলেছে। সূত্রের খবর, ফলপ্রকাশের জন্য যে সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া দরকার, তার সবই নেওয়া হয়ে গিয়েছে পর্ষদের।

নিয়োগের দাবিতে বিকাশ ভবন অভিযান

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন পাশ প্রার্থী মঞ্চের তরফ থেকে বুধবার বিকাশ ভবন অভিযান হয়। ময়ূখ ভবন থেকে মিছিল করে বিকাশ ভবনের দিকে যাওয়ার সময় এ দিন মিছিলের পথ আটকে দেয় পুলিশ। এর পর চার জনের প্রতিনিধি দল মাদ্রাসা কমিশনের অধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগের দাবিতে এই অভিযান। ২০১৩ সালের বিজ্ঞপ্তির অবশিষ্ট শূন্যপদ পূরণ করতে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ না করে নতুন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। ৩ হাজার ১৮৩টি শূন্যপদে নিয়োগের কথা ছিল। চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, তাঁরা শুধু প্রতিশ্রুতি পাচ্ছেন।

২০১৩ সালে ৬১৪ মাদ্রাসায় শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য অর্থ দফতর ৩১৮৩টি শূণ্যপদের জন্য অনুমোদন দেয়, কিন্তু তার মধ্যে ২০১৮ সালে প্রায় ১৩০০ শূন্যপদে নিয়োগ করে কোনও তালিকা ছাড়াই।

এদিকে দীর্ঘ ৫ বছর ধরে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা আন্দোলন করে চলেছে, কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশ সত্বেও তাদের নিয়োগ না করে শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। হাইকোর্টের নির্দেশ না মানায় কমিশনের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা চলছে। এই অবস্থায় ২০১৩ সালের বিজ্ঞপ্তির অবশিষ্ট শূন্যপদকে পুনরায় অর্থ দফতর থেকে অনুমোদন করে বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ না করে নতুন বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টেও দ্য কেরালা স্টোরি'-র নির্মাতারা, শুনানি শুক্রবার

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে "দ্য কেরালা স্টোরি" নিষিদ্ধ করার জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্য্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার সন্ধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন এই ছবিকে এরাজ্যে নিষিদ্ধ করার। আর এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে হয়েছে জনস্বার্থ মামলা। সুপ্রিম কোর্টেও গিয়েছেন নির্মাতারা। সেই মামলার শুনানি হবে ১২ মে।

ঠিক এক বছরের ব্যবধান। আবারও সত্য বনাম উত্তর সত্যের লড়াই। নেপথ্যে আবারও সিনেমা। এক বছর আগে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে বিতর্ক দানা বেধেছিল। এ বার বিতর্ক 'দ্য কেরালা স্টোরি' ছবিকে ঘিরে। আর সেই বিতর্কে জড়িয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ। অসত্য এবং বিকৃত তথ্যে ভর করে, বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ছবিটি বানানো হয়েছে বলে অভিযোগ। শান্তি এবং সম্প্রীতি রক্ষার্থে ছবিটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে বাংলায়। তৃণমূল সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে গোটা দেশে।

গিল্ড অফ ইন্ডিয়া একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, দর্শক নিজে পছন্দ করবেন কোন ছবি তাঁরা দেখবেন বা কোন ছবি দেখবেন না। কোনও রাজ্য বা কোনও রাজনৈতিক দলের বিশেষ কোনও একটি ছবিকে নিষিদ্ধ করার কোনও অধিকার নেই। সেন্ট্রাল বোর্ড ছাড়া আর কারও কোনও ছবি নিষিদ্ধ করার অধিকার নেই। দর্শকের ওপর বিশ্বাস রাখতেই হবে।"

পরিচালক সুদীপ্ত সেনের প্রথম বাণিজ্যিক ছবি 'দ্য কেরালা স্টোরি'। ছবিটির একঝলক সামনে আসার পর থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। ছবির প্রেক্ষাপট পশ্চিম এশিয়ার কুখ্যাত সন্ত্রাসী সংগঠন আইসিস-কে ঘিরে। কেরল থেকে একদল মেয়ে কী ভাবে তাদের ফাঁদে পড়েন, ধর্মান্তরিত হয়ে আফগানিস্তান, সিরিয়া এবং ইয়েমেনে পৌঁছে যান এবং সর্বোপরি কী তাঁদের পরিণতি হয়, এই গল্পই বুনেছেন পরিচালক। আগামী ১২ তারিখ সুপ্রিম কোর্টে শুনানি রয়েছে এই ছবি নিয়ে।

বেথুন স্কুলকে মুখ্যমন্ত্রী বঙ্গরত্ন পুরস্কার প্রদান

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.) : নারীশিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল বেথুন স্কুল। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বেথুন স্কুলকে মুখ্যমন্ত্রী 'বঙ্গরত্ন' পুরস্কার প্রদান করেন।

বুধবার বেথুন স্কুলের ১৭৫তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার হাতে সেই পুরস্কার তুলে দিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের এই ছোট্ট দান। রাজ্য সরকারের বিশেষ গর্বের পুরস্কার হিসেবে আপনাদের দেওয়া হল।"

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মমতা নিজের বক্তৃতায় নারীশিক্ষার প্রসারে বেথুন স্কুলের ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "নারী জাগরণ না হলে সমাজ এগোতে পারে না। মেয়েরা যদি ঘরের দায়িত্ব নিতে পারে, তা হলে বাইরের দায়িত্ব কেন নিতে পারবে না?"

তিনি বলেন, "শিক্ষার ব্যাপ্তি না ঘটলে কোনও সমাজের অগ্রগতি হতে পারে না। আর মেয়েরা শিক্ষিত না হলে কখনও কোনও সমাজের ভাল হতে পারে না। মহিলা ক্ষমতায়নের বিষয়ে এখন কত আলোচনা হয়। কিন্তু ১৭৫ বছর আগে এমন আলোচনা করাও একটি বিষয়ের মধ্যে পড়ত। আর সেই সময়তেই নারীশিক্ষার বিষয়ে পথ দেখিয়েছিল বেথুন স্কুল।"

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ও সতীদাহ প্রথা অবলুপ্তিতে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকার কথাও বলেন মমতা। তিনি বলেন, "বেথুন সাহেব, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে বেথুন স্কুল শুরু করেছিলেন, তা অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু অনেক পথ যেতে হবে। এই দহনে, অগ্নিবাণেও আপনারা অনেক উজ্জ্বল, আপনারা বিশ্বে প্রথম হবেন। সেই বিশ্বাসে এগিয়ে চলুন, জয় হবেই।"

এই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও হাজির ছিলেন উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ, হাওড়ায় ভাঙচুর নার্সিংহোম

হাওড়া, ১০ মে (হি. স.) : চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের হাটালে এক বেসরকারি নার্সিংহোমে ভাঙচুর। ক্ষোভ উগরে দেন রোগীর আত্মীয় এবং গ্রামবাসীরা।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার মিনতি পাঁজা নামে বছর পঁয়তাল্লিশের এক রোগীকে ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। ওই রোগীর টিউমার হয়েছিল। তা অপারেশন করানো হয়। অভিযোগ, ওই নার্সিংহোমে অপারেশনের পর তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। বিকালে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তির পরই রাতে মৃত্যু হয় ওই রোগীর।

মৃত্যুর খবর চাউর হতেই রোগীর আত্মীয় এবং গ্রামবাসীরা ওই নার্সিংহোমে চড়াও হন। ধ্রুব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। কম্পিউটার, টেবিল, চেয়ার, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং বাইকে ভাঙচুর চালানো হয় বলেও অভিযোগ।

ঘটনাস্থলে যায় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু হয়েছে মিনতির। ধ্রুবুধবার সকালে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামে। এরপর গ্রামবাসীরা ফের মৃতদেহ নিয়ে নার্সিংহোমের সামনে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অবরোধ করা হয় হাওড়া আমতা রোড।

তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এই নার্সিংহোমকে বন্ধ করে দিতে হবে। যদিও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ চিকিৎসার গাফিলতির কথা অস্বীকার করেছেন।

দাড়িভিট কাণ্ডে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ হাই কোর্টের, আর্থিক সাহায্যের নির্দেশ ক্ষতিগ্রস্তদের

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.) : দাড়িভিট কাণ্ডে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি রাজশেখর মান্থা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের অভিযোগ ছিল। তাই তদন্তভার দেওয়া হল এনআইএর হাতে। পাশাপাশি মৃতদের পরিবারকে পর্য্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে জানিয়ে দিয়েছে হাই কোর্ট।

এর আগে বিচারপতি মান্থা এই ব্যাপারে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "কমিশন জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারকে এতটাই ভরসা করেছে যে তাঁদের রিপোর্ট দেখেই দায়িত্ব শেষ করেছে। এতেই বোঝা যায় কমিশন কতটা উদাসীন ছিল।" পাশাপাশি, পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত। সেদিন উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কেন উপরের দিকে গুলি ছোড়েনি পুলিশ, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি মান্থা।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের দাড়িভিট হাই স্কুল। অবরোধ, লাঠিচার্জ, ইট-পাথর ছোড়া থেকে শুরু করে বোমা-গুলিও চলে বলে অভিযোগ। ওই সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় রাজেশ সরকার এবং তাপস বর্মণ নামে দুই প্রাক্তন ছাত্রের।

এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবিতে তাঁদের পরিবার এবং এলাকাবাসীর একাংশের আন্দোলনে প্রায় দু'মাস ধরে বন্ধ থাকে দাড়িভিট স্কুল। ওই মামলায় বুধবার হাই কোর্টের পর্য্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, দুই যুবকের মৃত্যু মামলার তদন্ত সঠিক পথে এগোয়নি।

ঘটনার ৫ দিন পরে সিআইডি তদন্তভার নেয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, কোনও শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছোড়া হয়। অথচ সিআইডি এত দিনেও কোন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল তা শনাক্ত করতে পারেনি।

পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। যদিও পুলিশ ওই অভিযোগ অস্বীকার করে। ঘটনার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকেও রিপোর্ট দিতে বলা হয়।

আগের শুনানিতে বিচারপতি মান্থা জানিয়েছিলেন, এই তদন্তের গতিপ্রকৃতি বলছে বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিজেদের রিপোর্ট রাজ্যকে দেবে। এ বার অতি সত্বর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি।

জলন্ধর সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ, ফল ১৩ই

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি.স.): পঞ্জাবের জলন্ধর সংসদীয় আসনে শুরু হয়েছে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। এই আসনে উপ-নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে আগামী ১৩ তারিখ। বুধবার সকাল সাতটা থেকে নির্বিঘ্নেই শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ।পঞ্জাবের ফিল্লাউরে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'-র সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি প্রয়াত হন কংগ্রেসের জলন্ধর কেন্দ্রের সাংসদ সন্তোখ সিং চৌধুরী (৭৬), সন্তোখ মারা যাওয়ার কারণে উপ-নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন সন্তোখ, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিনি।

জলন্ধর সংসদীয় আসন ছাড়াও আরও কয়েকটি বিধানসভা উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে বুধবার। ওডিশার ঝাড়সাগুড়া বিধানসভা আসন, উত্তর প্রদেশের ছানবে ও সুয়ার এবং মেঘালয়ের সোহিয়ং বিধানসভা আসনে বুধবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ, সর্বত্রই ফল ঘোষণা হবে আগামী ১৩ মে।

ভুয়া উদ্বাস্তু মামলায় গ্রেফতার নেপালের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খান্ড

কাঠমাণ্ডু, ১০ মে (হি.স.) : ভুটানি শরণার্থী মামলায় নেপালের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বালকৃষ্ণ খান্ডকে বুধবার সকালে কাঠমান্ডুর বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। কাঠমান্ডু পুলিশ জানিয়েছে, তারা একটি ভুয়ো উদ্বাস্তু মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগের পর খান্ডকে গ্রেফতার করার জন্য চাপের মধ্যে ছিল। খন্ডকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গ্রেফতার করা হয়েছে।

খান্ড নেপালি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সদস্য। তিনি দলের সভাপতি শের বাহাদুর দেউবার ঘনিষ্ঠ। প্রচণ্ডের নেতৃত্বাধীন সরকার ভুয়ো উদ্বাস্তু মামলাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চালাচ্ছে। পুলিশের ওয়ান্টেড তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী শীর্ষ বাহাদুর রায়মাঝি। তার ছেলেকেও আটক করা হয়েছে।

এই মামলায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব টেকনারায়ণ পান্ডেকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। ভুয়ো উদ্বাস্তুদের যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর চেষ্টায় জড়িত থাকার অভিযোগে এ পর্য্যন্ত ১২জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ২১ মে-র পর দেশজুড়ে আন্দোলন, হুঁশিয়ারি বজরং-ভিনেশদের

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি.স.) : দীর্ঘ কয়েকদিন হয়ে গেল যন্তর-মন্তরের সামনে কুস্তিগীরদের আন্দোলন চলছে। এখনও অবধি তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে অনড়।

এরই মাঝে কুস্তিগীররা বুধবার কেন্দ্রীয় সরকারকে একপ্রকার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তাঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আগামী ২১ মে পর্য্যন্ত বজরং-ভিনেশরা শেষ সময়সীমা দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। তারপরই তাঁরা সারা দেশজুড়ে আন্দোলন করবেন।

বুধবার কুস্তিগীরদের ধর্না মঞ্চে গিয়ে আন্দোলনরত কুস্তিগীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের আন্দোলনকে যাতে গোটা দেশবাসী সমর্থন করেন তার জন্য আবেদন জানিয়েছেন নীরজ গোয়াট।

কেন্দ্রীয় সরকারে কুস্তিগীররা ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করছেন তাতে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে অতি শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তারজন্য সংসদের শিক্ষা দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটির অন্যতম সদস্য বিবেক ঠাকুরের কাছেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি অ্যাড হক প্যানেল গঠন করা হয় গত ২৭ এপ্রিল। সেই কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্বে থাকছেন দিল্লি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এবং তাঁরাই নতুন কমিটির নির্বাচনের দায়িত্বে থাকবেন।

কর্ণাটকে কংগ্রেসের জয়ের বিষয়ে আশাবাদী খাড়গে

বেঙ্গালুরু, ১০ মে (হি.স.): কর্ণাটকে কংগ্রেসের জয়ের বিষয়ে প্রবল আশাবাদী কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বুধবার খাড়গে আশাব্যক্ত করে বলেছেন, জনগণের আবেগ দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের দলই ক্ষমতায় আসবে এবং আমরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব।

বুধবার কর্ণাটকের কালাবুরাগী জেলার একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন খাড়গে।

একইসঙ্গে সঙ্গে ভোট দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী রাধাবাই খাড়গেও।

কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, বিগত ৫৫ বছর ধরে ওই পোলিং বুথে আমরা ভোট দিচ্ছি।

বুধবার সকাল সাতটা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে কর্ণাটকে, দুপুর একটা পর্য্যন্ত ভোট পড়েছে ৩৭.২৫ শতাংশ। রাজনীতিক থেকে তারকা সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন।

কর্ণাটক নির্বাচনের সঙ্গে দেশের ভবিষ্যৎও জড়িত : সিদ্দারমাইয়া

বেঙ্গালুরু, ১০ মে (হি.স.): কর্ণাটক নির্বাচনের সঙ্গে দেশের ভবিষ্যৎও জড়িত। এই মন্তব্য করলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সিদ্দারমাইয়া। তিনি বলেছেন, যে দল কাজ করে সেই দলকে ভোট দিতে ভোটারদের অনুরোধ করছি। এই নির্বাচনের সঙ্গে দেশের ভবিষ্যৎও জড়িত।

সিদ্দারমাইয়া আরও বলেছেন, আমি ক্রমাগত বলে আসছি কংগ্রেস ১৩০-এর বেশি আসন পাবে, এটি

১৫০ আসনও হতে পারে।

কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার বলেছেন, আমি ২০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস দল ১৪১ আসন পাবে। আমরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করব।

ওবিসি অংশের জনগণের জন্য চালু হল অনলাইন আবেদনপত্র জমার প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। ওবিসি অংশের জনগণকে চিকিৎসা খাতে আর্থিক সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন পত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া বুধবার মহাকরণে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতি সান্তনা চাকমা।

রাজ্য সরকার রাজ্যের ওবিসি অংশের জনগণকে চিকিৎসা খাতে আর্থিক সাহায্য প্রদানের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাকে সুস্থভাবে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে অনলাইনে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার আবেদন পত্র জমা দেওয়ার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়েছে। বুধবার মহাকরণের দুই নম্বর হলে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে অনলাইন প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ওবিসি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতি সান্তনা চাকমা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওবিসি কল্যাণ দপ্তরের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার সহ দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা। এদিন অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতি সান্তনা চাকমা বলেন রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার লক্ষ্যেই অনলাইনে আবেদন করার প্রক্রিয়া চালু করেছে। তিনি আরো বলেন চিকিৎসা খাতে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন অফিসে। তাতে তাদেরকে একদিকে যেমন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে অন্যদিকে হয়রানির স্বীকার হতে হচ্ছে। এসব বিষয় বিবেচনা করেই অনলাইন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। তবে অফলাইন পদ্ধতিতেও আবেদন করা যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন। ওবিসি অংশের লোকজনরা সর্বোচ্চ ১৫০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী।

সুস্থ হলেন ১৪

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪৫ জন।প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮১৪১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০৯০ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম জেলায় এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১ জন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি ছয় জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

আহত দুই

● প্রথম পাতার পর

দেখে এই ঘটনা। খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানায়।পুলিশ এসে নিহত এবং আহতদের বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করে। এছাড়া গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। জানা যায় এরা সকলে একই পরিবারের এবং আত্মীয়-স্বজন। নিহত হারাধন চক্রবর্তী আবার শাসক বিজেপি দলের একনিষ্ঠ কার্যকর্তা এবং দক্ষিণ রাজনগরগ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য, পি আর বাড়ি থানাধীন নাসির নগর এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। যদিও চালক ঘটনার সাথে সাথে পালিয়ে যায় বলে জানা যায়। খালি রাস্তায় এত রাতে কি কারনে দুর্ঘটনাটি ঘটে তা জানার জন্য তদন্তে করছে পুলিশ।

কুমারঘাটে

● প্রথম পাতার পর

সড়কের পাশে জঙ্গল থেকে দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন। তাঁরা জঙ্গলে গিয়ে পঁচাগলা একটি দেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খবর পাঠায় কুমারঘাট থানায়। পুলিশ ছুটে গিয়ে জঙ্গল থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার করে নিশ্চিত হন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, মৃতের এখনো পর্যন্ত পরিচয় জানা যায়নি। মৃতদেহটি দশ থেকে পনেরো দিন ধরে ওই জঙ্গলে পড়ে রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অতিরিক্ত নেশা সেবনের ফলে মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা। কারণ, মৃতদেহের পাশ থেকে সিরিঞ্জ সহ ড্রাগসের কৌটা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

গাছ পড়ে

● প্রথম পাতার পর

ও তুলাশিখর এলাকায় হওয়ায় তাকে অন্যান্যরা গুরুতর আহত অবস্থায় তুলাশিখর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই তাকে ডাক্তার বাবুরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে চাম্পাহাওর থানা কতৃপক্ষ তার মৃতদেহের ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করে।

AFFIDAVIT

I **JALAL UDDIN CHOUDHURY,** son of Nehar Uddin Choudhury, aged about-34, residing at Vill & P.O.-Noorpur, P.S-Kailashahar, Dist Unakoti Tripura do hereby solemnly affirm and state as follows I am the applicant for a passport with passport number J6817323, issued by KOLKATA.

My father's actual name is **NEHAR UDDIN CHOUDHURY**, as mentioned in his legal documents.

However, my father's name was mistakenly recorded as **ANEHARUDDIN CHOUDHURY** in my passport.

I hereby declare that the correct name of my father is **NEHAR UDDIN CHOUDHURY** and the name mentioned in my passport is incorrect.

1 affirm that the information provided in this affidavit is true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing has been concealed therein.

I undertake to be fully responsible for the consequences, in case any information provided by me in this affidavit is found to be incorrect or false.

That, I am swearing this Affidavit to confirm all the contents of this Affidavit are true and correct I swear this Affidavit before the NOTARY PUBLIC, Kailashahar for the confirmation of my above statements and for avoiding any future legal complicacy.

Sd/-
JALAL UDDIN CHOUDHURY

মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ স্মরণে বিশালগড়ে উৎসব ১৫ মে

আগরতলা, ১০ মে।। মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ স্মরণে বিশালগড়ে আগামী ১৫ মে ২০২৩ ইং অনুষ্ঠিত হবে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক উৎসব। উৎসবের আয়োজক নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ , বিশালগড় ও সোনামুড়া শাখা। ১৫ মে ২০২৩ ইং , সোমবার , এ উপলক্ষে নারাওয়াঞ্ছিত প্রভু জগদ্বন্দু আশ্রমের সামনে থেকে শুরু হবে নগর সংকীর্তন সহ শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় বিশালগড় ছাড়াও মেলাঘর , সোনামুড়া , আগরতলার ভক্তারা অংশ নেবে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় সমস্ত আশ্রম গুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। বিকেল ৪.৩০ টার ইউকো ব্যাঙ্ক সংলগ্ন , সূর্যকিরণ বিয়েবাড়িতে হবে মূল অনুষ্ঠান। আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করবেন বনমালীপুরস্থিত শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গনের মঠাধ্যক্ষ সমাধিবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্যের অর্থ ও পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়কে। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নাগিছড়া কাঠিয়া বা আশ্রমের মোহন্ত সদানন্দ দাস কাঠিয়াবা মহারাজ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক সুশান্ত দেব ও বিশালা , পুঃ পরিষদের চেয়ারম্যান অর্জুন পুরকায়স্থ। তাছাড়া উপস্থিত থাকতেন নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের , সহ - সভাপতি রবীন্দ্র চন্দ্র সাহা ও সম্পাদক সুদীপ কুমার রায়। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনায় অংশ নেবেন শিল্পী সুধীর রঞ্জন ভৌমিক , মীনাক্ষী দাস ও কণিকা ভৌমিক। আলোচনাচক্র শেষে সকলের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ। গোটা অনুষ্ঠান সফল করার লক্ষ্যে প্রদীপ ভৌমিককে চেয়ারম্যান, মিঠুন রায় কে আহ্বায়ক ও বিকাশ সরকারকে কোষাধ্যক্ষ করে গঠন করা হয়েছে জেলাভিত্তিক উৎসব উদযাপন কমিটি। তাছাড়া ছয়টি উপকমিটিও গঠন করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে সকল ভক্ত স্বজন মন্ডলীর উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে।

দাড়িভিটকাণ্ডে এনআইএ তদন্তের নির্দেশের পরই সরব দেবশ্রী চৌধুরী

রায়গঞ্জ, ১০ মে (হি. স.) : দাড়িভিটে দুই ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্ট এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিতেই রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনকে তুলোধনা করলেন রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী।

বুধবার দলের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেবশ্রী বলেন, 'ওই বিদ্যালয়ে উর্দু ছাত্রের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। সেখানে বাংলার শিক্ষক দরকার হলেও উর্দু শিক্ষক পাঠানো হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই বচসা শুরু হয়। তখনই পুলিশ রাজেশ-তাপসের ওপর গুলি চালায়। গুলিতে জখম রাজেশ-তাপসকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় বেশকিছু জেহাদি ওই দুজনকে মারধর করে। পরবর্তীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করে এবং তাদের পরিবারের পাশে একবারের জন্যও দাঁড়ায়নি।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা নিজে ওই বিষয়টি দেখেন এবং যথাযথ তদন্ত করে রাজেশ-তাপসের হত্যায় দোষীদের শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। ২০১৯ সালে দেবশ্রী রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হওয়ার পর রাজেশ-তাপসের কবরের মাটির তিলক কেটে তাদের সুবিচার দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এদিন দেবশ্রী বলেন, 'বিজেপি যা বলে তাই করে। আমরা মানুষের পাশে থাকার জন্য রাজনীতি করি। রাজনীতি করে পেট ভরানোর জন্য দেবশ্রী চৌধুরী রাজনীতি করে না।'প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট স্কুলে উর্দু শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। যার জেরে পুলিশের গুলিতে স্কুলেরই দুই প্রাক্তন ছাত্র তাপস বর্মন ও রাজেশ সরকার প্রাণ হারান বলে অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনাতেই এদিন জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তদন্তভার দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। সেই সঙ্গে তাঁর নির্দেশ, দেহের দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত হবে কিনা সেটাও এনআইএ সিদ্ধান্ত নেবে।

ওদলাবাড়িতে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রে জখম ৬

ওদলাবাড়ি, ১০ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়িতে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে গত কয়েকমাস ধরেই উত্তেজনা ছিল। বুধবার সকালে সেই উত্তেজনা চরমে পৌঁছালো। লাঠিসোটা, ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়ে সংঘর্ষে চারজন মহিলা সহ মোট জখম হয়েছেন ৬ জন। আহতদের মধ্যে দুজনকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং আরও দু-জনকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, প্রায় ২৫ বছর আগে কাঠামবাড়ি এলাকায় জমি কিনে বসবাস করছে ১২ টি পরিবার। পাশেই বয়ে গিয়েছে ঘিস নদী এবং তাৎপর্যপূর্নভাবে বালি, পাথর তোলার জন্য রয়েছে কয়েকটি নদীঘাট। ফলে নতুন বস্তীর এই কলোনির একেবারে মধ্যিখান দিয়ে দিনভর তো বটেই এমনকি রাতের বেলাতেও ডাম্পারের দাপাদাপি চলতেই থাকে বলে স্থানীয় পরিবারগুলোর অভিযোগ।

এলাকার বাসিন্দা আনারুল হক, আমজাদ আলি,খইরুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম প্রমুখের অভিযোগ মাফিয়ারা ডাম্পার চলাচলের রাস্তা চওড়া করার জন্য তাঁদের জমি দখল করে নিচ্ছে। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ফের জমি দখলের চেষ্টা হতেই রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। মাল থানার পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মাল থানার আই সি সুজিত লামা জানিয়েছেন, গোলমালে জড়িত অভিযোগে দু-জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। জমির প্রকৃত মালিকদের খোঁজ পেতে মালের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে আইসি জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মার্কিন সফরে ২২ জুন নৈশভোজ দেবেন জো বাইডেন

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.) : আগামী ২২ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আতিথ্য জানাবেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। হোয়াইট হাউস থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্মানে রাষ্ট্রীয় নৈশভোজেরও আয়োজন করা হবে।হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কে. জিন পিয়েরে এক বিবৃতিতে বলেন, আসন্ন সফর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে গভীর ও ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। এটি আমেরিকান এবং ভারতীয়দের আবদ্ধ করে এমন উষ্ণ সম্পর্ককেও শক্তিশালী করবে।

প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর একটি উন্মুক্ত, সমৃদ্ধ এবং সুরক্ষিত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে দুই দেশের ভাগ করা অঙ্গীকারকে আরও জোরদার করবে এবং প্রতিরক্ষা, পরিচ্ছন্ন শক্তি এবং মহাকাশ ইত্যাদিতে কৌশলগত প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব বাড়ানোর সংকল্প নেবে।

সাগরদিঘির পরাজিত প্রার্থীকে পদ থেকে সরাল তৃণমূল

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.) : সাগরদিঘিতে ব্লক তৃণমূল সভাপতি পদে বদল। সরানো হল সাগরদিঘির পরাজিত প্রার্থী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সাগরদিঘির নতুন ব্লক তৃণমূল সভাপতি সামশুল হুদা। সাগদিঘি উপনির্বাচনের ভরাডুবির পর এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে মুর্শিদাবাদের দিকে বিশেষ নজর তৃণমূলের। চলতি মাসে মালদহে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় সাগরদিঘির সামশুল হুদাও সেখানে যান। সূত্রের খবর, মালদহ সফরেই সাগরদিঘির ব্লক তৃণমূল সভাপতি পদে বদলের কথা বলেছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামশুল হুদার কথা জানিয়েছিলেন। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি খলিলুর রহমান বুধবার সেকথা ঘোষণা করেন।

প্রসঙ্গত. ১৯৮৪ সালে কংগ্রেসের যোগদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু সামশুল হুদার। ১৯৯৪ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি সাগরদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের কখনও প্রধান বা উপপ্রধানের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-তৃণমূলের জোট প্রার্থী হিসেবে সুব্রত সাহার হয়ে সাগরদিঘিতে সামশুল হুদা প্রচার করেছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় একমাত্র সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন সুব্রত সাহা। সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে মতবিরোধের জেরে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন।

মোহনবাগান ছেড়ে চলে গেলেন স্প্যানিশ ফুটবলার তিরি

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.) : দীর্ঘ দিন ধরেই চোটের কারণে খেলতে পারছিলেন না তিরি। এই মিডফিল্ডারকে ছেড়েই দিল মোহনবাগান। বুধবার স্প্যানিশ ফুটবলার নিজেই জানালেন যে তাঁর মোহনবাগানের সঙ্গে তিন বছরের সম্পর্ক শেষ হল। তিনি নিজেও অবাক হঠাৎ করে দল তাঁকে ছেড়ে দেওয়ায়।বুধবার তিরি টুইট করে লেখেন, "গত তিন বছরের জন্য ধন্যবাদ এটিকে মোহনবাগান। সমর্থকদের ধন্যবাদ আমাকে ভালবাসার জন্য। অন্য ভাবে বিদায় জানাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ করেই এটা ঘটল। জীবনে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত এই ভাবেই নিতে হয়। নতুন সুযোগ পাওয়ায় আমি বিশ্বাস করি। সকলকে খুব মিস করব।" এই লেখার সঙ্গে মোহনবাগানের জার্সিতে তাঁর খেলার বেশ কিছু ভিডিয়ো পোস্ট করেন তিরি।২০২০ সালে সবুজ-মেরুনে যোগ দেন তিরি। ২০১৫ সালে এটিকে-তে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। পরে জামশেদপুর এফসি-তেও খেলেন। মোহনবাগানের হয়ে তিন বছরে ৩৮টি ম্যাচ খেলেছেন লিগে।

প্রদ্যোতের

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন আগামী ১২ মে মণিপুর থেকে ত্রিপুরায় আসছেন এ কে মিশ্রা।

প্রসঙ্গত, পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ীই প্রদোত কিশোর দেববর্মা এদিন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

সতর্কতা জারি

● প্রথম পাতার পর

দমকল বাহিনীকে প্রস্তুত রাখার পাশাপাশি নৌকা, লাইফ জ্যাকেট এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, নদীর জলস্তর, তীর ইত্যাদির দিকে ক্রমাগত নজর রাখতে বলা হয়েছে। এছাড়া, প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্যও বলা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ক্রীড়াঙ্গন

ইউনাইটেড বিএসটি-কে হারিয়ে ২য় শীর্ষস্থান অক্ষুণ ব্লাডমাউথের

ব্লাডমাউথ-২৯৫/১০(৪৭.৫) ইউবিএসটি-২১৩/১০(৩৬.১)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো ব্লাডমাউথ ক্লাব। টানা জয় পেয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় শীর্ষস্থান অক্ষুণ রাখলো ব্লাডমাউথ। বুধবার ৮২ রানে পরাজিত করলো লড়াকু ইউ বি এস টি-কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে। শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাবের গড়া ২৯৫ রানের জবাবে ইউ বি এস টি ২১৩ রান করতে সক্ষম হয়। সকালে ইউ বি এস টি-র অধিনায়ক মনোজিৎ দাস টসে জয়লাভ করে ব্লাডমাউথ ক্লাবকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। শুরু থেকেই বড় স্কোর গড়ার দিকে এগিয়ে গেছে ব্লাডমাউথ। শেষ পর্যন্ত ৪৭.৫ ওভার ব্যাট করে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৯৫ রান করে। দলের পক্ষে রণদীপ পাল ৭৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৩, স্বপন দাস ৫১ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬১, প্রশান্ত ভান্ডারি ৩৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২,বাপ্পা দাস ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮,রীতেশ রাই ৫৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ এবং দলনায়ক তুষার সাহা ১৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩১ রান।

ইউ বি এস টি-র পক্ষে সৌরভ সিং (৪/৫৪), রাজা নিগম (৩/৬৫) এবং সাগর সরকার (২/৫০) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ইউ বি এস টি ২১৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সৌরভ সিং ৫৬ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮০,অরূপ সিনহা রায় ৪০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ এবং সাগর সরকার ২৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করেন। ব্লাডমাউথের পক্ষেপ্রশান্ত ভান্ডারি (৩/২৮) সফল বোলার।

ব্যাডমিন্টন সংস্থার প্রাক্তন সচিবের বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপের আইনি পদক্ষেপ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। ক্রীড়া সংগঠন এখন থানা পুলিশের দরজায়। ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার হিসেব গড়মিলের অভিযোগ। প্রাক্তন সম্পাদকের বিরুদ্ধে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সভাপতির অভিযোগ। পশ্চিম আগরতলা থানার ও.সি-র উদ্দেশ্যে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করেছেন গত ১৭ এপ্রিল ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ২০২৩-২৭ বছর তথা চার বছরের জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী প্রাক্তন সম্পাদক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অফিস ঘরের চাবি, অফিসিয়াল ডকুমেন্টস সহ সমস্ত খতিয়ান নতুন কমিটির কাছে হস্তান্তর করার কথা। সংস্থার সর্বশেষ হিসেব-নিকেশ অনুযায়ী যেস্থলে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা থাকার কথা, সেস্থলে শুধুমাত্র ৪,৫০০ টাকা রয়েছে। গত ১৯ এপ্রিলে সাত দিনের নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও প্রাক্তন সম্পাদক সঞ্জীব কুমার সাহা কোনও রকম প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন না বলে তিনি অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে পুরোপুরি আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে মঙ্গলবার তিনি পশ্চিম আগরতলা থানার দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ পত্র দাখিল করেছেন।

লো-স্কোরিং ম্যাচে ওপিসি-কে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অটুট পোলস্টা

ওপিসি:- ৯৪/১০(৩৯.২) পোলস্টার:- ৯৫/৪(২২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। লো-স্কোরিং ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পোলস্টারের। হারিয়েছে ওল্ড প্লে সেন্টারকে। ছয় উইকেটের ব্যবধানে। পোলস্টার ক্লাব ছয় উইকেটের বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে তারা এখন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান অটুট রেখেছে। পঞ্চম দিনের খেলা শেষে ২ দল পোলস্টার ও ব্লাড মাউথ-এর পয়েন্ট সমসংখ্যক ১২ করে হলেও রানের গড়ের নিরিখে পোলস্টার শীর্ষেই রয়েছে। আজ, বুধবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ওপিসি-কে আমন্ত্রণ জানায় ব্যাটিংয়ের জন্য। পঞ্চাশ ওভারের খেলায় ওপিসি ৩৯.২ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে সাকুল্যে ৯৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রাহুল চন্দ্র সাহা সর্বাধিক ২১ রান পায়। এছাড়া, দেবজিৎ সাহার ১৫ এবং দিপেন বিশ্বাসের ১৯ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। পোলস্টারের অমরেশ দাস ২৪ রানে চারটি, সন্দীপ সরকার নয় রানে তিনটি এবং দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ২৩ রানে দুইটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, কাজল সূত্রধর প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ওপিসি-কে আমন্ত্রণ জানায় ব্যাটিংয়ের জন্য। পঞ্চাশ ওভারের খেলায় ওপিসি ৩৯.২ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে সাকুল্যে ৯৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রাহুল চন্দ্র সাহা সর্বাধিক ২১ রান পায়। এছাড়া, দেবজিৎ সাহার ১৫ এবং দিপেন বিশ্বাসের ১৯ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। পোলস্টারের অমরেশ দাস ২৪ রানে চারটি, সন্দীপ সরকার নয় রানে তিনটি এবং দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ২৩ রানে দুইটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, কাজল সূত্রধর পেয়েছে একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পোলস্টার ২২ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। শুরুতে ৩৭ রানের মধ্যে তিন উইকেট এর পতন ঘটলেও লো-স্কোরিং ম্যাচ হওয়ার কারণে পোলস্টার সহজে জয় তুলে নেয়। চার উইকেট হারিয়ে পোলস্টার জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। পোলস্টারের শিবম পাণ্ডে সর্বাধিক ৩২ রান পায়। তবে দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি স্বরূপ অমরেশ দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

লো-স্কোরিং ম্যাচে ওপিসি-কে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অটুট পোলস্টা

ওপিসি:- ৯৪/১০(৩৯.২) পোলস্টার:- ৯৫/৪(২২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। লস্করিং ম্যাচে দুর্দান্ত জয়পুর স্টারের হারিয়েছে ওল্ড প্লে সেন্টারকে ছয় উইকেটের ব্যবধানে।পোলস্টার ক্লাব ছয় উইকেটের বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে তারা এখন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান অটুট রেখেছে। পঞ্চম দিনের খেলা শেষে ২ দল পোলস্টার ও ব্লাড মাউথ-এর পয়েন্ট সমসংখ্যক ১২ করে হলেও রানের গড়ের নিরিখে পোলস্টার শীর্ষেই রয়েছে। আজ, বুধবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। পোলস্টারকে আমন্ত্রণ জানায় ব্যাটিংয়ের জন্য। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে পোলস্টার ৫ উইকেট হারিয়ে ৪১৬ রান সংগ্রহ করে। সাম্প্রতিক কালের মধ্যে এটিও একটি রেকর্ড। দলীয় ২৬ জনের মধ্যে ৪ উইকেট হারিয়ে পোলস্টার যখন বিপদ সীমার কিনারায়। পঞ্চম উইকেটে নেমে অধিনায়ক অরিন্দম বর্মন একাই যেন খড়গহস্ত ধারণ করেন। ৩৫ রানের মধ্যে আরও একটি উইকেটের পতন ঘটলে সন্দীপ সরকার এসে অরিন্দমকে দুর্দান্ত সঙ্গ দেয়। অরিন্দম-সন্দীপ জুটি অপরাজিত ভূমিকায় ৩৫৫ রান সংগ্রহ করে। ষষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৩৫৫ রান সংগ্রহ নিঃসন্দেহে রাজ্য ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড বটে। সন্দীপ অপরাজিত থাকে ৬৫ রানে। ইউনাইটেড বিএসটি''র রাজা নিগম ও আমন সিং দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি ৩০.৪ ওভার খেলে ১৬৯ টানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে প্রণব দাস সর্বাধিক ৩৪ রান পায়।

পোলস্টারের অমরেশ দাস ২৯ রানে ৫ উইকেট দখল করে সাফল্য ছিনিয়ে নেয়। এছাড়াও সন্দীপ সরকার ও দৈপায়ন ভট্টাচার্য দুটি করে এবং কাজল সূত্রধর একটি উইকেট পেয়েছে। তবে রেকর্ড রানের সৌজন্য স্বরূপ অরিন্দম বর্মন পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

সাব্রুমে রাজ্য স্কুল ভলিবলে ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়ার উপস্থিতিতে সাব্রুমে শুরু হলো রাজ্যভিত্তিক ভলিবল প্রতিযোগিতা। সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হলো প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন সাবরুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া। সঙ্গে ছিলেন ৩৯ মনু বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মাইলাফরু মগ , রুপাইছড়ি ব্লকের চেয়ারপারসন রাখি ত্রিপুরা, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর মিহির শীল প্রমুখ। রাজ্যের সব কটি জেলা থেকে বালক বিভাগে আটটি দল এবং বালিকা বিভাগে আটটি দল অংশগ্রহণ করে। টুর্নামেন্টে উভয় বিভাগে ১৬০ জন খেলোয়াড় একে অপরের মুখোমুখি হবে। প্রত্যেক জেলার প্রতিনিধিরা নিজ নিজ জেলার পতাকা উত্তোলন করলেন। শৃঙ্খলা বজায় রেখে এই প্রতিযোগিতার কর্ম কাণ্ডকে সাফল্য মন্ডিত করে তোলার আহ্বান করলেন মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া। কথা প্রসঙ্গে তিনি তার স্কুল জীবনের খেলাধুলার স্মৃতি তুলে ধরলেন সবার সামনে। আয়োজকদের তরফে মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়াকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা ও জ্ঞাপন করা হলো। একে একে মন্ত্রী সহ অতিথিরা ম্যাচ শুরুর পূর্বে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত ও হলেন। আগামী ১২ মে আসরের ফাইনাল ম্যাচ। এবার দেখার বিষয় উভয় বিভাগে কোন দলগুলো খেতাব দখল করতে পারে।

রাজ্য স্কুল ফুটবলের উদ্বোধন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। উদ্বোদন আগামীকাল। তিনদিনব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ-১৭ বালকদের স্কুল ফুটবলের। আগামীকাল দুপুর আড়াইটায় হবে আসরের উদ্বোধন। বি কে আই মাঠে। উদ্বোধন করবেন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া। এছাড়া, উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং এবং স্বপ্না মজুমদার প্রমুখ।

হার্ভেকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ মৌচাকের

মৌচাক-১২৯/১০(৪৫.২) হার্ভে-১১৩/১০(৩০.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে মৌচাক ক্লাব। চতুর্থ ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়। তাও হার্ভে ক্লাবকে হারিয়ে। ১৬ রানের ব্যবধানে। পক্ষান্তরে, টানা পরাজয়। শুধুমাত্র ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায়। বোলাররা দুরন্ত বল করে বিপক্ষকে অল্প রানে আটকে দিলেও ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় টানা ৪ ম্যাচে হারলো হার্ভে ক্লাব। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিবিশন লিগ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে বুধবার মৌচাক জয়লাভ করে ১৬ রানে। মৌচাকের গড়া ১২৯ রানের জবাবে হার্ভে ক্লাব ১১৩ রান করতে সক্ষম হয়। সকালে টসে জয়লাভ করে হার্ভের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে তেমনভাবে মাথা তুলে দাড়াতে পারেননি মৌচাকের ব্যাটসম্যান-রা। দল ৪৫.২ ওভার ব্যাট করে গুটিয়ে যায় মাত্র ১২৯ রানে।

দলের পক্ষে স্পর্শ দেববর্মা ৬০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯,শশীকান্ত বিন ২৪ বল খেলে ১৩, আবীর দেবনাথ ৫২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ পায ৩৭ রান। হার্ভের পক্ষে প্রভাত যাদব (৩/১৮), আকাশ কুমার সিং (২/২০), তথাগত চক্রবর্তী (২/২১) এবং অর্কজিৎ দাস (২/২৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে হার্ভে ৩০.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে বিজয় বিশ্বাস ৬৩ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪, আকাশ কুমার শর্মা ১৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং মনিষ মিশ্রা ৩৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। মৌচাকের পক্ষে রোহন বিশ্বাস (২/১৬), শ্যামল বিশ্বাস (২/২৮) এবং ধনবীর সিং (২/৩২) সফল বোলার।

ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে স্কুল বাস্কেটবল শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। উদ্বোধন হলো রাজ্য স্কুল বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার। এ ডি নগর পুলিস মাঠে ৩ দিন ব্যাপী আসরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ, চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক, স্বপন সাহা, রাজ্য স্কুল স্পোর্টসল বোর্ডের সচিব পাইমং মগ এবং পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায় প্রমুখ। আসরে উত্তর জেলা এবং খোয়াই জেলা থেকে বালিকা দল আংশগ্রহণ করেনি। পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে হচ্ছে আসর। উদ্বোধনের পর থেকেই শুরু হয়ে যায় খেলা। চলবে ১২ মে পর্যন্ত। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

বিবেকানন্দ জুডো সেন্টারে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। ভারতীয় জুডোর পুরোধা ব্যক্তিত্ব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থেও এ বিষয়ে অনেক তথ্য প্রমাণ রয়েছে। তারই সূত্র ধরে মূলতঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে উদয়পুরের বিবেকানন্দ জুডো সেন্টারে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল মজুমদার, প্রাক্তন ক্রীড়া অধিকর্তা প্রণব মজুমদার, অবসরপ্রাপ্ত সাই কোচ রবীন্দ্র দেব, কবি ও সাহিত্যিক স্বপন ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

WALK-IN INTERVIEW

Applications from eligible candidates are invited to attend a Walk in-interview for one (01) post of Project Assistant under the NABARD sponsored Project "Baby Corn-A Potential Export Oriented Cash Crop for Doubling the Resource Poor Farmers' Income of Tripura" to be held on 25" May,2023 at College of Agriculture, Tripura.

Essential eligibility Criteria	Desirable Qualification	Emoluments
B.Sc. in Agriculture / Horticulture / any Bio-science stream	i) One year experience in any project related to Agricultural Science	Rs. 12,000/- (Fixed)

Terms and Conditions:
1,Maximum age limit for application is 37 years. Relaxation for women, SC, ST & OBC candidates as per Government norms.
2, No TA/DA and official acbommodation is provided for appearing in the interview.
3, The offer is purely contractual, initially for six months and is extendable subject to annual review and is co-terminus with the completion of the project with no provision of regular employment.
4, No earned leave/medical leave is admissible.
5, If the candidate does not perform duties of the project as desired by the authority/PI, the undersigned has the right to terminate the candidate without any explanation.
6, The candidate should bring- all the relevant certificate, marksheet, experience certificate, publications ete. in original for verification.
7, Candidate may send their bio-data at least 4 days prior to date of interview via email to (abhijitsaha80@gmail.com).
8, Only selected candidates will be called for interview.
9, The principal, College of Agriculture, Tripura reserves the right to cancel/postpone/rejecf the interview without any reason thereof.

(Dr. T.K. Maity)
Principal College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura

ICA/D-192/23

CORRIGENDUM

Please read Construction of Double storied (G+1) 50(fifty) seated SC Girls Hostel attached to Sonamura Girls H.S School, Sepahijala, Tripura/ Providing Internal Electrification work thereof.".(Additional work) instead of Repair, maintenance and installation of internal Electrification in the premises of Neermahal Melaghar, Sonamura, Sepahijala Tripura/Providing and fitting fixing of Outdoor flood light and other alied works in connection G-20 Summit in the tender invited for PNIT No. 03 circulated vide Memo No. F.Works-1/IESD-UDP/2023-24/159-77 Dated- 06/05/2023, other ren PA condition remaining unchanged.

ICA/C-452/23

Sub Divisional Officer
Internal Electrification Sub-Division
Udaipur, Gomati, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 08/EE/DWS/DMN/2023-24

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura on behalf of the. 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	32/EE/DWS/DMN/2023-24	Rs 42,96,453.00	Rs.85,929.00	180 days	Appropriate Class
2	33/EE/DWS/DMN/2023-24	Rs 35,51,150.00	Rs.71,023.00	180 days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 26-05-2023 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 26-05-2023 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee : Rs/-1,000.00 (non refundable).
All details are available in the Attps:/tripuratenders.gov.in and https:/eprocure.gov.in/epublish/

ICA/C-445/23

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বিএসএফ ১৬৯নম্বর ব্যাটেলিয়ানের শহিদ কনস্টেবল সুদীপ সরকারকে মরণোত্তর কীর্তি চক্রে সম্মানিত করা হয়েছে। গতকাল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু প্রয়াতের স্ত্রীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

নাগরিকদের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ মে।। রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিককে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যের জেলা ও মহকুমাগুলিতে উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য সরকার আন্তরিক। আজ উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে পালটানা ওটিপিসি আয়োজিত অ্যাম্বুলেন্স প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, নাগরিকদের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করার জন্য ডাক্তার সহ সকল কর্মীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ওটিপিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এন বদ্রিপাদ। এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা দু'টি আধুনিক লাইফ সাপোর্ট যুক্ত অ্যাম্বুলেন্স গোমতী জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। এই দুটি অ্যাম্বুলেন্স কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্স ফান্ড থেকে ক্রয় করা হয়। এতে ব্যয় হয়েছে ৫৬ লক্ষ টাকা।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, গোমতী জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক গোভেকার ময়ূর রতিলাল সহ ওটিপিসির উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ।

চন্দ্রপুর বাজারে প্রচুর পরিমাণে মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করল খাদ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার চন্দ্রপুর এর একটি দোকানে খাদ্য দপ্তর ও মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বুধবার অফিসার চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ মেয়াদ উত্তীর্ণ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছেন। রাজধানীর আগরতলা শহরসহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দোকানপাটে মেয়াদ উত্তীর্ণ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী মজুদ রয়েছে। এ ব্যাপারে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। বুধবার রাজধানী আগরতলা শহরের চন্দ্রপুর বাজারে রামঠাকুর ভ্যারাইটিজ নামে একটি দোকানে হানা দেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ওই দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী, পানীয়, চিপস , চকলেট ,মাস্টার অয়েল সহ অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে খাদ্য দপ্তর ও মহকুমা প্রশাসন। অভিযান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সদরের জানান প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে রাজধানীর আগরতলা শহরের উপর এভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী মজুদ থাকার বিষয়টি খুবই উদ্বেগ জনক। খাদ্যমন্ত্রী দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরই প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে বৈঠক করে বিভিন্ন দোকানপাটে অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করায় নয় পাইকারি বাজারের সঙ্গে খুচরো বাজারের দামের তারতম্যের বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই খাদ্য দপ্তর এবং মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বুধবার চন্দ্রপুর বাজারে একটি দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হন। দোকান মালিক মিন্টু বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও সদরের ডিসিএম জানিয়েছেন। তিনি আরো জানান এসব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর প্রশাসন গুরুত্ব আরোপ করেছে।

লেক চৌমুহনী থেকে ব্রাউন সুগার সহ আটক নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ লেক চৌমুহনী এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ এক নেশা কারবারীকে হাতে নাতে আটক করেছে। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকা নেশা কারবারিদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। অলি গলিতে কান পাতলেই শোনা যায় নেশার কবলে পড়ে বহু যুবক বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের প্রয়াস বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান জোরদার করেছে। নেশা কারবারে জড়িত এবং যারা নেশা গ্রহণ করছে তাদের বিরুদ্ধে অটুট মনোভাব গ্রহণ করে প্রতিনিয়তই পুলিশ অভিযান অব্যাহত রেখেছে। এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবেই লেক চৌমুহনে এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক নেশা কারবারিকে ব্রাউন সুগার সহ জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। আটক নেশা কারবারির নাম সমীর আচার্য। বাড়ি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়। তার কাছ থেকে ১৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু খালি কৌটাও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম থানায় এনডিপিএস দাঁড়ায় মামলা গৃহীত হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত আরো কয়েকজনকে জালে তোলার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

আগরতলায় সেন্ট্রাল ট্রেজারি অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আজ জিপিএফ, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং সেন্ট্রাল ট্রেজারি অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ, ট্রেজারি অফিসারগণ, ডিডিওগণ ছাড়াও ক্যাশিয়ার, অ্যাকাউন্টটেন্টগণ অংশ নেন। অর্থদপ্তর এই কর্মশালার আয়োজন করে। প্রদীপ জেলে এই কর্মশালার উদ্বোধন করে ডেপুটি অ্যাকাউন্টটেন্ট জেনারেল এজি (এ এণ্ড ই) ললিত কুমার বিমল ডিডিওদের স্বচ্ছতার সাথে কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, জিপিএফ-এ মিসিং ক্রেডিট যাতে না থাকে সে বিষয়ে ডিডিওদের সচেতন হতে হবে। ডিডিওদের এজি অফিসের সাথে আরও সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে।
অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আকি'ন সরকার বলেন, অনলাইন সিস্টেমে বিল চালু হওয়ায় ডিডিওদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। তবে বেতন সহ অন্যান্য বিল-এ যাতে ভুল না থাকে তা ডিডিওদের দেখতে হবে। শুধু ডিলিং অ্যাসিসটেন্টদের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। স্বাগত ভাষণ দেন আগরতলা ট্রেজারী-টু এর ট্রেজারী আধিকারিক শংকর নারায়ণ দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় টেকনিক্যাল সেশন। এতে জিপিএফ ফাইন্যাল পেমেন্ট মিসিং ক্রেডিট নিয়ে আলোচনা করেন সিনিয়র অ্যাকাউন্টস অফিসার কালীপদ পাল। জিপিএফ ফাইন্যাল পেমেন্ট এর অপশান ইন ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা করেন সিস্টেম ইঁনিয়ার অজিতাভ দেবরায়। এইচআরএমএস এবং সিটিওএস নিয়ে আলোচনা করেন সহকারী সুপারভাইজার হরে কৃষ্ণ রায়। উপস্থিত ছিলেন এজি-র সহকারী অ্যাকাউন্টস অফিসার অমিত গৌরভ, মোহনপুরের সাব ট্রেজারী অফিসার শ্রীকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ।

কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ আমতলীতে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। রাজধানী আগরতলা শহরের কাছে আমতলী বাইপাস এলাকায় কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ওই যুবতী বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।পুলিশ একটি মামলা নিয়েছে ধর্ষিতার মায়ের অভিযোগ মূলে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ একজনকে আটক করেছে। তাকে জেরা করার পর পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবক স্বীকার করেছে সে ওই যুবতীর সাথে ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করেছে। পুলিশ ওই যুবক এবং যুবতীর মোবাইল ফোন রেকর্ড তল্লাশি চালিয়ে দেখতে পেরেছে দুজনই পূর্ব পরিচিত এবং তাদের মধ্যে দীর্ঘ সময় এবং একাধিকবার কথোপকথন হয়েছে। অন্যদিকে, ধর্ষিতা যুবতী পৃথক এক যুবকের নামধাম উল্লেখ করছে। যদিও যুবতীর শারীরিক অবস্থা অনেকটাই সংকটজনক। এই অবস্থায় ঘটনার রহস্য ক্রমেই বাড়ছে। আদৌ এটি গণধর্ষণের ঘটনা নাকি প্রণয়ের সূত্র ধরে অন্য কোন বিষয় যুক্ত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিও মন্দিরে রাধামাধবের নৌকাবিহার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ মে।। বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিও মন্দিরের প্রভুজি করুংনেশ্বর মাধব দাস ওরফে কার্তিক প্রভুর উদ্যোগে প্রতিনিয়ত নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠীত করাহয়। এরইমধ্যে অক্ষয়তৃত্বীয়ার দিনথেকে রাধামাধবের চন্দন যাত্রা, গোপালের চন্দন যাত্রা, জগন্নাথের নৌকাবিহার, রাধামাধবের নৌকাবিহার অনুষ্ঠীতহয়। এইবছরে প্রথমবারের মতো বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিও মন্দিরে ভক্তদের উদ্যোগে আর্টিফিশিয়াল ভাবে পুকুর বানিয়ে ও নৌকাবানিয়ে রাধামাধমকে চড়াচ্ছেন। আজকে প্রথমদিন। আগামী শনিবার পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচী। বিকেল ৪ টা থেকে এই কর্মসূচী অনুষ্ঠীত করাহবে। প্রতিদিন চলবে নৌকাবিহার ও ভগবানের গুনকৃর্তন। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী ভক্তরা রাধামাধবের নৌকাবিহারে ভগবানকে চড়াতে পারবেন। পরবর্তী সময় সকলের জন্য কৃষ্ণপ্রসাদের ব্যাবস্থাকরাহবে। এই কর্মসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান প্রভু করুংনেশ্বর মাধবদাস। আজকের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্রকরে মন্দিরে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

শান্তির বাজার এএনএম ট্রেনিং ইনষ্ট্রিটিউট এর ছাত্রীদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ মে।। আগামী ১২ ই মে ইন্টারন্যাশেনাল নার্সেসডে। এই নার্সেসডে সেলিব্রেশেনের অঙ্গহিসাবে বুধবার শান্তির বাজার এন এম এম ট্রেনিং ইনষ্ট্রিটিউটে পাঠরত ছাত্রীদের উদ্দ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করাহয়। বিগতদিনে দেখাযেতো রক্তদানে মহিলাদের মধ্যে ভয় ভীতি থাকতো। এইভয়ভিতী কাটিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সারাদিয়ে ইন্টারন্যাশেনাল নার্সেস ডে কে সামানেরেখে ইনষ্ট্রিটিউটে পাঠরত ছাত্রীদের উদ্দ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করাহয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন দক্ষিন জেলার মুখ্যস্বাস্থ্যআধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাস। উদ্বোধকের পাশাপাশি আজকের এই অনুষ্ঠানু উপস্থিতছিলেন ডাক্তার বিধান সেনগুপ্ত, ইনষ্ট্রিউট এর প্রাক্তন প্রিন্সিপল অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য, বর্তমান প্রিন্সিপল ইনচার্জ দেবী চক্রবর্তী, কাউন্সিলার রাজীব চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্যের পাশাপাশি ইনষ্টিটিউট এ পাঠরত ছাত্রীদের অনুরোধে অনুষ্ঠানে একটি গান গাইলেন দক্ষিন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্যআধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাস। অনুষ্ঠান শেষে তিনি সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে এইধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজনকরায় ইনষ্ট্রিটিউটে পাঠরত ছাত্রী ও কর্মরত কর্মীদের বিশেষ ধন্যবাদজানান ও সকলকে রক্তের সংকট মেটাতে রক্তদানে এগিয়ে আসারজন্য বিশেষ আহব্বান জানান। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

দুদিনের রাজ্য সফরে এসেছেন এনসিসির মেজর জেনারেল গগন দ্বীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। বুধবার দুদিনের রাজ্য সফরে এসেছেন এনসিসির মেজর জেনারেল গগন দ্বীপ। রাজ্য সফর কালে তিনি এডিনগর সেন্ট পলস স্কুল পরিদর্শন করেন। এখানে তাকে এনসিসি তরফ থেকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। দুদিনের রাজ্য সফরে এলেন এডিজি (নর্থ ইস্ট রিজিয়ন) এনসিসি মেজর জেনারেল গগন দ্বীপ। বুধবার এডি নগর স্থিত সেন্ট পলস স্কুল পরিদর্শন যান তিনি। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং এনসিসি ক্যাডেটদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উনার হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নর্থ ইস্ট রিজিওন এডিজি মেজর জেনারেল গগন দীপ ত্রিপুরায় এসে যে আতিথেয়তা পেয়েছেন তাতে রীতিমতো আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি জানান এই প্রথম তিনি ত্রিপুরা সফরে এসেছেন। এখানকার এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীদের কাজ কর্মে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলেই এনসিসির কর্ম পরিধি আরো বৃদ্ধি করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বাংলাদেশে মোকার প্রভাব রাজ্যে অব্যাহত তাপপ্রবাহ

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.) : ঘূর্ণাবর্ত থেকে ক্রমশ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হচ্ছে মোকা। অথচ তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি রাজ্য জুড়ে। জলীয় বাষ্প শুষে নেওয়ায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের শুষ্ক বাতাস বঙ্গে প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করেছে। তার জেরে তৈরি হয়েছে লু বইবার মতো পরিস্থিতি। আজ থেকে ১২ মে শুক্রবার পর্যন্ত প্রাণান্তকর গরম চলবে বঙ্গে।ইতিমধ্যে আলিপুর আবহাওয়া দফতর তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে।বুধবার বীরভূম, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, মালদা, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দুই দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি। ভ্যাপসা অস্বস্তিকর গরম কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনায়।

পাঁচ কোটি টাকার ফেন্সিডিল উদ্ধার চুরাইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। অসম-ত্রিপুরা সীমান্তের দুটি পুলিশি গেইটে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী সহ জড়িতরা ধরা পড়লেও নেশার রমরমা বাণিজ্য বন্ধ হবার নাম নিচ্ছে না।
বাজারিছড়া থানাধীন চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি দায়িত্বভার গ্রহণের পর বুধবার সকালে পুলিশি নাকা চেকিংয়ে ত্রিপুরায় পাচারের মুখে বিপুল পরিমাণ নেশা জাতিয় কফ সিরাপ বোঝাই একটি কন্টেনার গাড়ি সহ তিনজনকে আটক করে। ছয়টায় ইউপি ২১ সিটি ৬৮৫৮ নম্বরের একটি দশ চাকার জেকে ডেইরি মিল্ক সামগ্রী বোঝাই কন্টেনার চুরাইবাড়িতে পৌছালে গাড়িতে তল্লাশি চালায় কর্তব্যরত পুলিশ।এতে গাড়ির ভিতরে বোঝাইকৃত সামগ্রীর আড়াল থেকে একশ বোতল করে মোট তিনশ ত্রিশ কার্টুনে তেত্রিশ হাজার নেশা জাতিয় ফেন্সিডিল নামক কফ সিরাপ উদ্ধার হয়।যার কালোবাজারী মূল্য চার থেকে পাঁচ কোটি টাকার মতো হবে বলে পুলিশ সূত্রে প্রকাশ। এ কান্ডে জড়িত থাকার দায়ে আটক করা হয় কন্টেনার চালক জিলানী সাহ সহচালক আনাশ ও আরেক সহযোগি আবরাবকে।এদের উভয়ের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে।পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা হাতে নিয়ে জোর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।বর্তমানে জব্দকৃত কন্টেনার সহ ধৃতরা বাজারিছড়া পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

গরু বোঝাই দুটি গাড়ি আটক বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। প্রশাসনিক নিয়ম অমান্য করে অবৈধ ভাবে দুইটি গাড়িতে অধিক সংখ্যক গরু পরিবহনের অভিযোগ। গরু বোঝাই গাড়ি দুইটিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা। ঘটনা বিশালগড়ের রাউৎখলা বাইদ্যারদিঘী সড়কে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এইদিন স্থানীয়রা লক্ষ্য করে একটি গাড়িতে ১১ টি গরু এবং অপর একটি গাড়িতে করে ১৪ টি গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাথে সাথে এলাকার সচেতন নাগরিকরা গাড়ি দুইটিকে আটক করে বিশালগড় থানার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর গরু সহ গাড়ি দুইটিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা। বিশালগড় থানার এক পুলিশ অফিসার জানান স্থানীয় লোকজন গাড়ি দুইটিকে আটক করেছে। যে ভাবে গাড়ি দুইটিতে করে গরু পরিবহন করা হচ্ছিল, সেই ভাবে গরু পরিবহন করা যায় না। তিনি আরও জানান গাড়ি দুইটির চালকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।